لا إله إلا الله محمد رسول الله

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

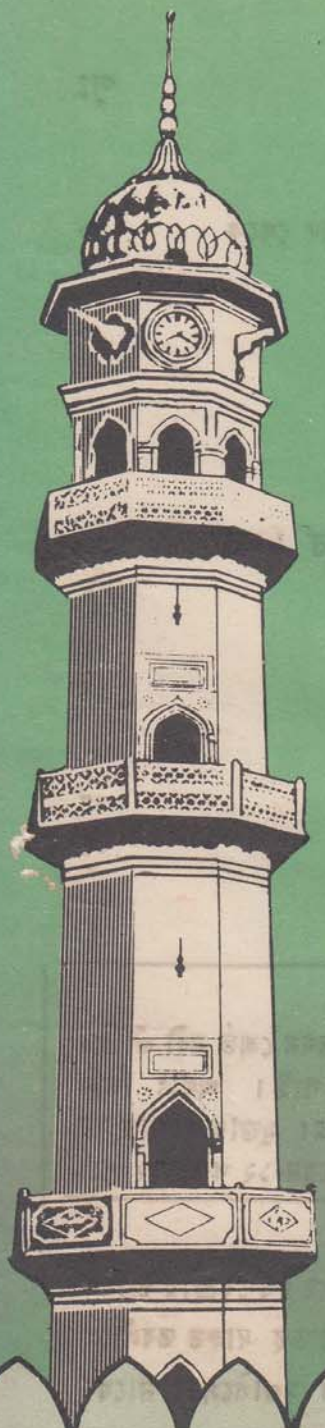

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

নব পর্যায়ে ৫৪তম বর্ষ ।। ৪র্থ সংখ্যা

৩রা রবিউল আওয়াল, ১৪১৩ হিঃ ।। ১৬ই ভাদ্র, ১৩৯৯ বাংলা ।। ৩১শে আগষ্ট ১৯৯২ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ।। ভারত ২ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশ ১৫ পাউণ্ড ।।

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ৪র্থ সংখ্যা (৫৪তম বর্ষ) | পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ)
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ
অনুবাদ : মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ৩

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
অনুবাদক : জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৪

জুমু'আর খুতবা
হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)
অনুবাদ : মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ৮

জুমুআর খুতবা (সার সংক্ষেপ)
অনুবাদ : জনাব এ, কে, রেজাউল করিম ২৪

ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) বিরোধিতা কেন ?
আলহাজ্জ আহমদ সেলবর্ষী ২৯

সংবাদ ৩৪

সম্পাদকীয় ৩৯

কালামে ইমামুয্‌যামান

"যখন আমি ইনসাফের দৃষ্টিতে নবুওয়তের সকল ব্যবস্থাকে দেখি, তখন শ্রেষ্ঠ নবী জীবিত নবী এবং খোদার সর্বাধিক প্রিয় নবী শুধু এক মহা পুরুষকে দেখিতে পাই। অর্থাৎ তিনি নবীগণের নেতা, রসুলগণের গৌরব, প্রেরিতগণের মুকুট, যাঁহার নাম মুহাম্মদ মুস্তাফা আহ্‌মদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম।" (রূহানী খাযায়েন-১২ খণ্ড, ৭২ পৃঃ)

আতফাল সম্মেলন-'৯২

প্রতিবারের মতো এবারও মজলিস আতফালুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের ৪র্থ কেন্দ্রীয় বার্ষিক সম্মেলন আগামী ৯ই অক্টোবর '৯২ রোজ শুক্রবার ৪নং বকশী বাজার রোডস্থ দারুত তবলীগে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। প্রতিটি স্থানীয়, জেলা ও রিজিওনাল মজলিসের নাযেম আতফাল এবং আতফালুল আহমদীয়ার সাথে সংশ্লিষ্টগণকে এ ব্যাপারে প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। আর সকলকে এই অনুষ্ঠানের পূর্ণ সফলতার জন্য খাস দোয়া জারী রাখার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মুহাম্মদ সেলিম খান, মোহতামীম আতফাল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

৫৪তম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

৩১শে আগষ্ট, ১৯৯২ইং : ৩১শে যহুর, ১৩৭১ হিঃ শামসী : ১৬ই ভাদ্র, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ

কুরআন মজীদ

সূরা আল্‌ বাকারা—২

২৩৮। আর যদি তোমরা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবার পূর্বে তালাক দাও এবং তাহাদের জন্য দেন-মহর ধার্য করিয়া থাক, তাহা হইলে যাহা তোমরা ধার্য করিয়াছ উহার অর্ধেক (২৯৩) (তাহাদিগকে) দিতে হইবে যদি না তাহারা ক্ষমা করিয়া দেয় অথবা ঐ ব্যক্তি ক্ষমা (২৯৪) করিয়া দেয় যাহার হাতে বিবাহ বন্ধন (২৯৪-ক) (এর ভার) রহিয়াছে। এবং তোমাদের ক্ষমা করা তাক্‌ওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং তোমরা পরস্পরের মধ্যে হিতসাধন করিতে ভুলিও না। তোমরা যাহা কিছু করিতেছ উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ নিশ্চয় সম্যক দ্রষ্টা।

২৯৩। বিবাহের মহরানা (কাবীনের টাকার পরিমাণ) ধার্য হইবার পর (অর্থাৎ আকদ হইবার পর) যদি স্বামী স্ত্রীর সহিত মিলনের পূর্বেই স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহা হইলে স্বামী স্ত্রীকে ধার্যকৃত মহরানার অর্ধেক প্রদান করিতে বাধ্য।

২৯৪। "যাহার হাতে বিবাহের বন্ধন (এর ভার) রহিয়াছে" বলিতে, হয় স্বামীকে বুঝাইবে নতুবা তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর অভিভাবককে বুঝাইয়া থাকিবে। কেননা বিবাহের পরে, বিবাহের সংরক্ষণের গ্রন্থি স্বামীর হাতে থাকে; তবে বিবাহের পূর্বে ঐ গ্রন্থি স্ত্রীলোকের অভিভাবকের হাতেই থাকে।

২৯৪-ক। ইয়া'ফু মানে মা'ফ করা, কম করা, বৃদ্ধি করা। স্ত্রী কিংবা তাহার অভিভাবক প্রাপ্য টাকার সম্পূর্ণ বা অংশ মাফ করিয়া দিতে পারে এবং স্বামী ইচ্ছা করিলে স্ত্রীর প্রাপ্য হইতে আরও বেশী দিতে পারে। তবে স্বামীই অধিকতর মহানুভবতা দেখাইবে, ইহাই আশা করা হইয়াছে।

২৩৯। তোমরা সকল নামাযের, বিশেষ করিয়া মধ্যবর্তী (২৯৫) নামাযের সংরক্ষণ (২৯৬) কর, এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে অনুগত হইয়া দণ্ডায়মান হও।

২৪০। আর যদি তোমরা আশংকা কর তাহা হইলে (নামায আদায় কর) পায়ে চলা অথবা আরোহণ (২৯৭) অবস্থায়ই; অতপর, যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, যেভাবে তিনি তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা তোমরা জানিতে না।

২৪১। এবং তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা মৃত্যু বরণ করে এবং তাহারা স্ত্রীগণকে ছাড়িয়া যায়, তাহারা (ওয়ারিসগণকে) তাহাদের স্ত্রীগণের জন্য ওসীয়্যত করিয়া যাইবে যে, তাহাদিগকে গৃহ হইতে বহিস্কার না করিয়া এক বৎসর (২৯৮) পর্যন্ত ভরণ পোষণ করিতে হইবে। কিন্তু যদি তাহারা স্বেচ্ছায় চলিয়া যায় তাহা হইলে ন্যায় সংগতভাবে তাহারা নিজেদের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে উহাতে তোমাদের কোন পাপ হইবে না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

২৯৫। বিবাহের পরে, নামাযের ব্যাপারে কিছু কিছু শৈথিল্য দেখা দেয়। তাহাছাড়া পারিবারিক জীবনে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই ঝামেলা কিছুটা বৃদ্ধি পায়। তাই, রীতিমত ও সময় মত নামায আদায় করার তাকিদ দেওয়া হইয়াছে।

২৯৬। "সালাওয়াতুল উস্‌তা" (মধ্যবর্তী নামায) বলিতে আসরের নামায বুঝাইয়াছে বলিয়া মহানবী (সাঃ)-এর হাদীস হইতেও বুঝা যায় (বুখারী)। যে সময় মানুষ কাজ কর্মে বেশী ব্যস্ত থাকে, সেই সময়ের নির্ধারিত নামাযকেই 'মধ্যবর্তী নামায' বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে প্রত্যেক নামাযই এক হিসাবে 'মধ্যবর্তী নামায' কেননা একটি জিঞ্জিরের বা শিকলের কোন্‌টি মধ্যবর্তী কড়া তাহা বলা কঠিন।

২৯৭। আল্লাহ্‌র আদেশাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইল পাঁচবার নামায। যে পর্যন্ত একজন মুসলমান জ্ঞানসম্পন্ন থাকে, অজ্ঞান বা পাগল না হয়, সে পর্যন্ত সে কোনও অবস্থাতেই নামায আদায় করার ব্যাপারে অবহেলা করিতে পারে না। এমন কি যে ব্যক্তি জীবন বিপন্ন অবস্থায় চলিতেছে তাহারও নামায পড়িতে হইবে, ঘোড়ার উপর চলন্ত অবস্থায় বা পদব্রজে চলা অবস্থায়, কিংবা দৌড়াতে থাকা অবস্থায় নামায পড়িতে হইবে। দাঁড়াইতে না পারিলে বসা অবস্থায়, বসিতে না পারিলে শোয়া অবস্থায় নামায পড়িতে হইবে।

২৯৮। বিধবার জন্য যে ৪ মাস ১০ দিনের 'ইদ্দত' বা অপেক্ষার সময় নির্ধারণ করা হইয়াছে (২:২৩৬), সেই সময়ে স্বামীর বাড়ীতে থাকিবার তাহার পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে এবং উক্ত সময়ে তাহার ভরণ পোষণ করিতে সদ্যমৃত স্বামীর উত্তরাধিকারীরা বাধ্য। তবে এখানে যে এক বৎসরের ভরণ পোষণ ও থাকা খাওয়ার কথা বলা হইয়াছে, তাহা ইদ্দতের অতিরিক্ত ব্যাপার, যাহা বিধবার প্রতি অধিক সুবিধা দান বা অনুগ্রহ প্রদর্শন স্বরূপ। এই সুবিধা দান অবশ্য কর্তব্য বা বাধ্যতামূলক নহে।

হাদিস শরীফ

সন্তানের তরবীয়ত

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

কুরআন ঃ

والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما (الفرقان ٧٥)

অর্থাৎ এবং যাহারা বলে, হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে চক্ষুর স্নিগ্ধতা দান কর আর আমাদিগকে মুত্তাকীগণের ইমাম বানাও। (আল ফুরকান : ৭৫)

হাদীস ঃ

اكرموا اولادكم و احسنوا ادبهم (ابن ماجه)

অর্থাৎ নিজ সন্তানের ইজ্জত কর ও তাদের উত্তম তরবীয়ত কর (ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা : প্রত্যেকটি মানুষের কাম্য যে, তার সন্তান হোক, এবং সেই সন্তান দ্বারা তার বংশধর বৃদ্ধি পাক ও তারা তার নামকে উজ্জল করুক। কুরআন আমাদিগকে নেক বংশধর পাবার উপায় বর্ণনা করেছে। সেই উপায়টি হলো নিজে আগে মুত্তাকী হতে হবে এবং তার সাথে সাথে খোদার নিকট নেক সন্তানের জন্য প্রার্থনা করতে হবে। একজন মুসলমানের দায়িত্ব যেন সে সমাজকে এক আদর্শ সমাজে পরিণত করায় সর্বদা মগ্ন থাকে। এ দায়িত্ব হতে কেউ মুক্ত নয়। একটি আদর্শ সমাজ গড়তে হলে সর্ব প্রথম নিজেকে ও নিজ পরিবারকে আদর্শবান করতে হবে। আমরা জানি যে, খোদার সাহায্য ব্যতিরেকে কোন কাজ করা মানুষের জন্য সম্ভব নয়। তাই ইসলাম প্রতিটি কাজে খোদাকে স্মরণ ও তাঁর সাহায্য যাচ্ঞা করার নির্দেশ দিয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সন্তানদের আদর্শবান করে গড়ে তোলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আর তা হলো তোমরা সন্তানদেরকে সম্মান কর। অতঃপর তাদের চরিত্রকে ভালো করার জন্য তাদের ভালো তরবীয়ত দান কর।

তরবীয়ত করা খোদার সাহায্য ব্যতিরেকে অসম্ভব। এই সাহায্য পাওয়া তখনই সম্ভব যখন পিতা মাতা নিজে খোদার সাহায্য প্রাপ্ত হবে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, সন্তান পাবার উদ্দেশ্য যদি দীনদার মুত্তাকী ও খোদাতা'লার অনুগামী না হয়ে থাকে তাহলে এইরূপ বাসনা করা এক ধরণের গুনাহ ও অবাধ্যতা। তিনি আরও বলেন যে, নিজে নেক হও এবং নিজ সন্তানদের জন্য পুণ্য ও তাকওয়ার আদর্শ হও।

অতএব, আমাদের কর্তব্য যে, একটি আদর্শ সমাজ গড়ায় যে আমরা ব্রতী তা বাস্তবায়নে আমাদের নিজেদের মধ্যে যেন পরিবর্তন আনয়ন করি ও সন্তানদের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে আদর্শ হই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে ইহার তৌফীক দান করুন। আমীন।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভূঁইয়া

(৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

এখন আমি অন্য একটি আঙ্গিকে তৃতীয় স্তরের ছবি অঙ্কন করিতেছি। এই তৃতীয় স্তর সর্বোচ্চ ও কামেল (পরিপূর্ণ) স্তর। ঐ কামেল ওহী যাহা তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে তৃতীয় পর্যায়ের ওহী, তাহা কামেল ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হয়। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ যেমন সূর্যের কিরণ সরাসরি একটি স্বচ্ছ ও পরিষ্কার আয়নার উপর পতিত হয়। বলা বাহুল্য, যদিও সূর্যের কিরণ একই কিন্তু প্রকাশের তারতম্যের দরুন ইহাতে বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়। সুতরাং যখন সূর্যের কিরণ যমীনের এইরূপ কোন ঘন অংশে পড়ে তাহার উপরিভাগে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ পানি নাই, বরং কালো মাটি বিদ্যমান ও উপরিভাগ আবৃত, তখন ইহা (সূর্যের কিরণ) নেহায়েত দুর্বল হইয়া থাকে। বিশেষভাবে ইহা ঐ অবস্থায় আরো দুর্বল হইয়া থাকে যখন সূর্য ও যমীনের মধ্যে মেঘও প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ঐ একই কিরণ যাহার সামনে প্রতিবন্ধকরূপে কোন মেঘ থাকে না, যখন ইহা পরিষ্কার আয়নার ন্যায় স্বচ্ছ পানিতে পতিত হয় তখন ইহা আরো উজ্জ্বলতার সহিত প্রকাশিত হয়, যাহা চক্ষুও সহ্য করিতে পারে না।

অতএব, এইভাবেই যখন পবিত্র আত্মা, যাহা সর্ব প্রকারের দোষ ত্রুটি হইতে মুক্ত হইয়া যায়, তাহার উপর ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন উহার জ্যোতিঃ উপরে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী বিকশিত হয় এবং ঐ আত্মার উপর খোদার গুণাবলী পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয় ও সম্পূর্ণরূপে খোদার চেহারা প্রকাশিত হয়। এই পর্যালোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, যখন সূর্য উদিত হয় তখন প্রতিটি পবিত্র ও অপবিত্র জায়গার উপর ইহার আলো পড়ে। এমন কি ময়লায় পরিপূর্ণ একটি পায়খানাও এই আলো হইতে অংশ গ্রহণ করে। এতদ্‌সত্ত্বেও এই আলোর পরিপূর্ণ আশীষ ঐ স্বচ্ছ আয়না বা স্বচ্ছ পানি লাভ করে, যাহা নিজের পরিপূর্ণ স্বচ্ছতার দরুন নিজেই সূর্যের ছবি নিজের মধ্যে দেখাইতে পারে। অনুরূপভাবে যেহেতু খোদাতা'লা কৃপণ নহেন সেহেতু তাঁহার জ্যোতিঃ দ্বারা সকলেই আশীষ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও যাহারা পার্থিব জীবনের মৃত্যু ঘটাইয়া খোদাতা'লার সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশস্থল হইয়া পড়েন এবং প্রতিচ্ছায়ারূপে খোদাতা'লা তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করেন, তাঁহাদের

অবস্থা সকলের চাইতে ভিন্ন হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তোমরা দেখ যে, যদিও সূর্য আকাশে আছে তৎসত্বেও যখন ইহা অত্যন্ত স্বচ্ছ পানি বা পরিষ্কার আয়নার উপর পড়ে তখন ইহা ঐ পানি বা আয়নার মধ্যে আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ঐ পানি বা আয়নার মধ্যে থাকে না। বরং পানি বা আয়না স্বীয় পূর্ণ স্বচ্ছতা ও উজ্জ্বলতার দরুন লোকদিগকে ইহা দেখাইয়া থাকে যেন ইহা পানি বা আয়নার মধ্যে আছে।

মোটকথা, খোদার ওহীর জ্যোতিঃ পরিপূর্ণভাবে ঐ আত্মাই গ্রহণ করিতে পারে, যাহা পরিপূর্ণভাবে পবিত্রতা লাভ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন আত্মা পরিপূর্ণ পবিত্রতার মাধ্যমে এই প্রতিফলনের অবস্থা লাভ না করে এবং প্রকৃত প্রেমিকের চেহারা তাহার মধ্যে বিকশিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ইলহাম পাওয়া বা স্বপ্ন দেখা কোন গুণের বা পরিপূর্ণতার দলিল হিসাবে সাব্যস্ত হয় না। কেননা যেভাবে আল্লাহ্‌ তা'লা সকল মানুষকে বিনা ব্যতিক্রমে দৈহিকভাবে চোখ, নাক, কান, শ্রবণ শক্তি ও অন্যান্য সকল শক্তি দান করিয়াছেন এবং কোন জাতিকে বঞ্চিত করেন নাই, তদ্রূপে আধ্যাত্মিকভাবেও তিনি কোন যুগে এবং কোন জাতির লোককে আধ্যাত্মিক শক্তি হইতে বঞ্চিত করেন নাই। যেভাবে তোমরা দেখিতে পাও যে, সূর্যের আলো সকল স্থানেই পড়ে এবং কোন সূক্ষ্ম বা স্থূল জায়গা ইহার গণ্ডির বাহিরে থাকে না, এই একই ঐশী বিধান আধ্যাত্মিক সূর্যের আলোর ক্ষেত্রেও সত্য। কোন স্থূল জায়গা বা কোন সূক্ষ্ম জায়গা উহার আলো হইতে বঞ্চিত থাকিতে পারে না। হ্যাঁ, পবিত্র ও স্বচ্ছ হৃদয়ের প্রতি ঐ জ্যোতিঃ আকৃষ্ট হয়। যখন ঐ আধ্যাত্মিক সূর্য স্বচ্ছ বস্তুসমূহের উপর স্বীয় জ্যোতিঃ অবতরণ করে তখন নিজের সমস্ত জ্যোতিঃ উহাদের মধ্যে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এমন কি স্বীয় চেহারার ছবি উহাদের মধ্যে অঙ্কন করিয়া দেন, যেমন তোমরা দেখিতে পাও যে, সূর্য যখন কোন স্বচ্ছ পানি বা স্বচ্ছ আয়নার উপর পড়ে তখন ইহা নিজের পূর্ণ অবয়ব উহাতে প্রকাশ করে। এমন কি যেভাবে আকাশে সূর্যকে দেখিতে পাওয়া যায়, ঠিক সেইভাবেই কোন পার্থক্য ছাড়াই ইহাকে এই স্বচ্ছ পানি বা আয়নায় দেখিতে পাওয়া যায়।

অতএব মানুষ এতখানি পবিত্রতা অর্জন করিবে যাহাতে তাহার মধ্যে খোদাতা'লার ছবি অঙ্কিত হইয়া যায়। আধ্যাত্মিক দিক হইতে তাহার জন্য ইহার চাইতে অধিক কোন পরিপূর্ণতা নাই। ইহার প্রতিই আল্লাহ্‌ তা'লা কুরআন শরীফে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন, انى جاعل فى الارض خليفة (আল্‌ বাকারা: ৩১)। অর্থাৎ আমি পৃথিবীতে নিজ প্রতিনিধি সৃষ্টি করিতে যাইতেছি। ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ছবি একটি বস্তুর আসল আকৃতির প্রতিনিধি, অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত হইয়া থাকে। এই কারণেই যে সকল ক্ষেত্রে আসল আকৃতিতে অংশ ও অবয়ব থাকে ঠিক সেই সকল ক্ষেত্রে ছবিতেও এইগুলো থাকে। হাদীস

শরীফ এবং তওরাতেও এই কথা লেখা আছে যে, খোদাতা'লা মানুষকে নিজের আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং আকৃতির অর্থ এই আধ্যাত্মিক সাদৃশ্যই। ইহাও বলা বাহুল্য যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ যখন একটি অত্যন্ত পরিষ্কার আয়নার উপর সূর্যের আলো পড়ে তখন ইহার মধ্যে কেবল সূর্যকেই দেখা যায় না, বরং ঐ কাঁচ সূর্যের গুণও প্রকাশ করে। তাহা এই যে, উহার আলো প্রতিফলনরূপে অন্যের উপরও পড়িয়া যায়। সুতরাং এই অবস্থায়ই আধ্যাত্মিক সূর্যের ছবি হইয়া থাকে। যখন এক স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি উহা হইতে একটি প্রতিফলিত রূপ গ্রহণ করিয়া নেয় তখন সূর্যের ন্যায় তাঁহার নিকট হইতেও কিরণ বিচ্ছুরিত হইয়া অন্যান্য বস্তুকে আলোকিত করে, যেন গোটা সূর্য নিজের পূর্ণ প্রতাপ সহ তাহার মধ্যে প্রবেশ করে।

অতঃপর এখানে আরো একটি বিষয় স্মরণযোগ্য। তাহা এই যে, তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি, যাঁহাদের সহিত খোদাতা'লার পরিপূর্ণ সম্পর্ক থাকে এবং যাঁহারা পরিপূর্ণ ও স্বচ্ছ ইলহাম পাইয়া থাকেন, তাঁহাদের অবস্থানও আল্লাহ্‌র আশীষ লাভের ক্ষেত্রে এক হয় না এবং তাঁহাদের সকলের পারস্পরিক প্রকৃতিগত প্রচ্ছন্ন শক্তির পরিধি সমান হয় না। বরং কাহারো প্রকৃতিগত প্রচ্ছন্ন শক্তির পরিধি নিম্ন পর্যায়ে বিস্তৃত এবং কাহারো কাহারো অধিক বিস্তৃত হইয়া থাকে। এই পরিধি কাহারো কাহারো অনেক ব্যাপক এবং কাহারো কাহারো এত ব্যাপক যে, ইহা অনুমান ও ধারণার উর্ধ্বে। খোদাতা'লার সহিত কাহারো প্রেমের সম্পর্ক শক্তিশালী এবং পরম শক্তিশালী হইয়া থাকে। সম্পর্ক এই পর্যায়ের হইয়া থাকে যে, জগদ্বাসী তাহা সনাক্ত করিতে পারে না এবং কোন বুদ্ধি উহার প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। তাঁহারা খোদা-প্রেমে এতখানি বিভোর থাকেন যে, তাঁহাদের অস্তিত্ব ও সত্তার কোন অণু পরমাণুও ইহা হইতে বাদ থাকে না। সকল পর্যায়ের এই ব্যক্তিগণ كل فى فلك يسبحون (সূরা আম্বিয়া : ৩৪)—অর্থ : প্রত্যেকেই আকাশে (নিজ নিজ) কক্ষপথে সন্তরণ করিতেছে—অনুবাদক) আয়াত অনুযায়ী নিজেদের প্রকৃতিগত প্রচ্ছন্ন শক্তির পরিধি অধিক উন্নতি করিতে পারে না। তাঁহাদের কেহ নিজের প্রকৃতিগত পরিধিকে অতিক্রম করিয়া কোন জ্যোতিঃ লাভ করিতে পারেন না এবং প্রকৃতিগত পরিধি অতিক্রম করিয়া সূর্যালোকের আধ্যাত্মিক ছবি নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে না। খোদাতা'লা প্রত্যেকের প্রকৃতিগত প্রচ্ছন্ন শক্তি অনুযায়ী তাহাকে স্বীয় চেহারা দেখাইয়া থাকেন এবং তাহার শক্তি কমবেশী হওয়ার দরুন ঐ চেহারা কোথাও ছোট হইয়া যায় এবং কোথাও বড় হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি বড় চেহারা একটি ছোট আয়নায় খুবই ছোট মনে হয়। কিন্তু ঐ চেহারাই একটি বড় আয়নায় বড় দেখা যায়। কিন্তু আয়না ছোটই হউক বা বড়ই হউক, চেহারার সকল অংশ ও নক্‌শা উহাতে দেখা যায়। কেবল পার্থক্য এই থাকে যে, ছোট আয়না সম্পূর্ণ চেহারা দেখাইতে পারে না। অতএব

যেভাবে ছোট ও বড় আয়নায় এই কম বেশী হইয়া থাকে, তদ্রূপে খোদাতা'লার সত্তা যদিও অনাদি ও অপরিবর্তনীয়, কিন্তু মানুষের শক্তি অনুসারে তাঁহার মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। এতখানি পার্থক্য হইয়া যায় যে, গুণাবলী প্রকাশের দিক হইতে যিনি যায়েদের খোদা তিনি যেন বকরের নিকট আরো বড় খোদা এবং খালেদের খোদা আরো বড়। কিন্তু খোদা তিন জন নহেন (খোদা একই)। কেবলমাত্র জ্যোতির বিভিন্ন বিকাশের দরুন তাঁহার প্রতাপ ও মর্যাদা বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। যেমন, মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ) ও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আল্যায়হে ওয়া সাল্লামের খোদা একই, তিন খোদা নহেন। কিন্তু জ্যোতির বিভিন্ন বিকাশের প্রেক্ষাপটে ঐ এক খোদার মধ্যে তিনটি প্রতাপ প্রকাশিত হইয়াছে। যেহেতু মূসা (আঃ)-এর ক্ষমতা কেবল বনী ইসরাঈল ও ফেরাউন পর্যন্ত সীমিত ছিল সেহেতু মূসা (আঃ) এর উপর খোদার কুদরতের বিকাশ ঐ পর্যন্তই সীমিত ছিল। যদি মূসা (আঃ)-এর দৃষ্টিতে ঐ যুগ ও ভবিষ্যত যুগের সকল মানব সন্তানের উপর থাকিত, তাহা হইলে তওরাতের শিক্ষাও এইরূপ সীমাবদ্ধ হইত না এবং ইহা আজ যেইরূপ ত্রুটিপূর্ণ সেইরূপ হইত না।

তদ্রূপেই ঈসা (আঃ)-এর ক্ষমতা কেবল ইহুদীদের কয়েকটি ফেরকা (দল) পর্যন্ত সীমিত ছিল, যাহারা তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে ছিল। অন্যান্য জাতি ও ভবিষ্যৎ যুগের সহিত তাঁহার সহানুভূতির কোন সম্পর্কই ছিল না। এই জন্য খোদার কুদরতের বিকাশও তাঁহার ধর্মে ঐ সীমা পর্যন্তই সীমিত ছিল, যে পর্যন্ত তাঁহার ক্ষমতা ছিল এবং এই ধর্মে ভবিষ্যতে খোদার ইলহাম ও ওহীর উপর মোহর লাগিয়া গিয়াছে। যেহেতু ইঞ্জিলের শিক্ষাও কেবল ইহুদীদের মন্দ কার্য ও নৈতিক অবক্ষয় সংশোধনের জন্য ছিল এবং সমগ্র বিশ্বের বিশৃঙ্খলার প্রতি ইহার দৃষ্টি ছিল না, সেহেতু ইঞ্জিল সাধারণ সংশোধন কার্য সম্পাদন করিতেও অক্ষম ছিল। ইহা কেবলমাত্র ঐ সকল ইহুদীর তৎকালীন মন্দ স্বভাবের সংশোধন করে, যাহা দৃষ্টির সম্মুখে ছিল। যাহারা অন্যান্য দেশের বাসিন্দা বা ভবিষ্যৎ যুগের লোক, তাহাদের অবস্থার সহিত ইঞ্জিলের কোন সম্পর্ক ছিল না। যদি সকল শ্রেণীর ও বিভিন্ন স্বভাবের মানুষের সংশোধন করাই ইঞ্জিলের লক্ষ্য হইত তাহা হইলে ইহার এই শিক্ষা হইত না, যাহা এখন বিদ্যমান আছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এক দিকে ইঞ্জিলের শিক্ষাই ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং অন্যদিকে স্বপ্রবর্তিত ভুল ভ্রান্তিসমূহ বড়ই ক্ষতি সাধন করিয়াছে, যাহা একজন বিনয়ী মানুষকে অনর্থক খোদা বানাইয়া দিয়াছে এবং প্রায়শ্চিত্তের মনগড়া তত্ত্ব পেশ করিয়া নৈতিক সংশোধনের প্রচেষ্টার দ্বারও রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। (ক্রমশঃ)

(হকিকাতুল ওহী পুস্তকে বঙ্গানুবাদ)

জুমু'আর খুতবা

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক

(১লা মে, ১৯৯২ তারিখে মসজিদে ফযল লণ্ডনে প্রদত্ত খুতবার বঙ্গানুবাদ]

মাওলানা সালেহ্ আহমদ
সদর মুরব্বী

তাশাহ্হুদ ও তাআওউয ও সূরা ফাতেহা তেলাওয়াতের পর হুযূর (আইঃ) সূরা হূদ এর নিম্নের আয়াতগুলি পাঠ করেন।

وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ٥ ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة و لا يزالون مختلفين ٥ إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لاملئن جهنم من الجنة والناس اجمعين ٥ و كلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فوادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة و ذكرى للمؤمنين ٥
(سورة هود آيت ١١٨-١٢١)

এর পর হুযুর (আইঃ) বলেন, দুই জুমুআ পূর্বে যে আয়াতগুলি পাঠ করা হয়েছিল উহার বিষয়বস্তুটি চলছে। আজকে যে আয়াতটি দ্বারা বিষয় বস্তুটি শুরু করেছি তা হলো—

وما كان ربك ليهلك القرى واهلها مصلحون ٥

অর্থাৎ খোদাতা'লা কখনও কোন জনপদকে এরূপ করেন না যে, بظلم অত্যাচারের কারণে (উহা) ধ্বংস করে দিবেন واهلها مصلحون যখন কিনা উহার বসবাসকারীগণ সংশোধনে ব্যস্ত হয়। اهلها এর এক অর্থ হলো "সাধারণ বসবাসকারী"। এখানে اهلها এর অর্থ হলো জনপদের প্রতি দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিবর্গ যারা জনপদের বসবাসের যোগ্য এবং এরূপ (ব্যক্তিদের) সংখ্যা নগণ্য হয়ে থাকে। কুরআন মজীদের কোন আয়াতের উপর সঠিকভাবে চিন্তা করতে হলে উহার পূর্বের ও পরের আয়াতের সাথে মিলিয়ে দেখলে আসল বিষয় বস্তুটি প্রকাশ পায়। এই সকল আয়াত প্রকাশ করে যে, সত্য গ্রহণকারীদের সংখ্যা খুবই নগণ্য হয়ে থাকে। অল্পসংখ্যক লোকই হয়ে থাকে যারা নেকী করার তৌফীক লাভ করে থাকে এবং অধিকাংশ বিনষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং اهلها এর অর্থ সমগ্র জনপদবাসী নয় বরং উহারাই যারা জনপদে বসবাসের যোগ্য হবার অধিকারী। আর তাদের পরিচয় হলো এই যে, তারা সংশোধনে ব্যস্ত থাকে। খোদাতা'লার প্রতি 'যুলুম' শব্দটি আরোপিত হবার যতটুকু সম্পর্ক উহা (সম্পর্ক) যুলুম বা নির্যাতনের অর্থের এরূপ

বিরোধী যে, ইহা কখনও সম্ভব নয় যে, আল্লাহ্‌র প্রতি 'নির্যাতন করা' শব্দটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। কেননা ন্যায়ের অভাবকে যুলুম বলা হয় এবং অন্ধকারকেও বলা হয়। প্রত্যেক ধরণের অন্ধকার যুলুমের অধীনে পড়ে এবং সকল প্রকারের অন্যায়ও যুলুমের অধীনে। সুতরাং ইহা হইতেই পারে না যে, ঐ সত্তার প্রতি 'যুলুম' শব্দ আরোপিত হতে পারে যিনি নূরের উৎস এবং যাঁর দ্বারা ন্যায়-বিচারের মানদণ্ডের সৃষ্টি। যিনি পৃথিবীকে ন্যায়-বিচারের রীতি নীতি শিখিয়েছেন এবং সমগ্র জগৎ সেই ন্যায় নীতির এক জীবন্ত প্রতীক হয়ে আছে। এজন্যে যখনই কোন জাতির ধ্বংস হয়ে যাবার ফয়সালা করা হয় তখন উহা অবশ্যই সে জাতির দুর্বলতার জন্যেই হয়ে থাকে। তাদের দোষ ত্রুটির কারণেই ধ্বংস করে দেবার ফয়সালা হয়। আর যাদিগকে রক্ষা করা হয় তাদিগকে ন্যায় বিচারের মানদণ্ডে নয় বরং করুণার মানদণ্ডের দ্বারা রক্ষা করা হয়। ইহা এমন এক বিষয়বস্তু যা খুব ভালভাবে বুঝে নেয়ার প্রয়োজন।

হযরত ইব্‌রাহীম আলায়হেসসালাতু ওয়াস্‌ সালাম একটি ঘটনায় যেখানে ফেরেশ্‌তাগণ হযরত লূত (আঃ)-এর জাতির ধ্বংসের সংবাদ দিয়েছিলো সেখানে আল্লাহ্‌ তা'লার সাথে তাঁর কথোপকথন ও দোয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। ফেরেশ্‌তাগণের সাথে তিনি বাক্যালাপ করেন। উহার উদ্দেশ্য ইহা ছিল যে, আল্লাহ্‌র নিকট যেন এই কথাবার্তা পৌঁছে। তাহলে হয়ত খোদাতা'লা তাঁর ফয়সালাকে পরিবর্তন করে নিতে পারেন। ইহার বিশদ বর্ণনা বাইবেলে পাওয়া যায়। এ ঘটনাটি পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর চেষ্টা ছিল যে, কয়েকজন পুণ্যবান ব্যক্তির দরুন যেন গোটা জাতিকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। সুতরাং ফেরেশ্‌তাগণের সাথে তাঁর দীর্ঘ সময় তর্ক হয় এমন কি পরিশেষে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) বল্লেন, আচ্ছা যদি সেখানে দশজন পুণ্যবান ব্যক্তি থাকে তবুও কি আল্লাহ্‌ তা'লা সেই জাতিকে ধ্বংস করে দিবেন? তখন ফেরেশ্‌তাগণ বল্লেন, দশজন পুণ্যবান ব্যক্তি হলে ধ্বংস করবেন না। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) তখন বিরত হলেন যে, এমন এক দুর্ভাগা জাতি যেখানে দশজনও পুণ্যবান ব্যক্তি নেই তাদের জন্য এরূপ তর্ক করা ও দোয়া করা সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও অন্যায়। তাই এখানে যে مصلحون (সংশোধন কারী) শব্দের উল্লেখ রয়েছে এতে বাহ্যিকভাবে মনে হয় যে, সমগ্র জনপদবাসী যদি সংশোধনকারী হয় তাহলে আল্লাহ্‌ তা'লা উহাকে ধ্বংস করবেন না। কিন্তু ইহার অর্থ কখনও ইহা নয়। (ইহার অর্থ) জনপদের যোগ্য (اهل) এর অর্থ অধিবাসী কিন্তু "আহল," এর আর এক অর্থ হলো যারা অধিবাসী বলে সম্বোধনের যোগ্যতা রাখে তাদের সংখ্যা নগণ্য হওয়া সত্বেও তারা যদি চেষ্টায় রত থাকে এবং তাদের সংখ্যা এরূপ হয় যদ্দরুন জাতির জীবিত হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়ে যায় তখন যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের প্রচেষ্টার ফল না বের হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তা'লা তাদের সুযোগ দিতে থাকেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌ তা'লা সেই জাতিকে ধ্বংস করে না। যখন কিনা مصلحون (সংশোধনকারী) নিজ চেষ্টায় মগ্ন থাকে।

সুতরাং এই আয়াতটিকে আপনারা আবার (মনোযোগ সহকারে) দেখুন তাহলে জানতে পারবেন যে, واهلها مصلحون (অর্থাৎ জনপদবাসীগণকে সংশোধনে রত) এর মধ্যে সংশোধনের এক বহমান প্রচেষ্টার উল্লেখ আছে। উহারা সংশোধনের কাজে ব্রতী লোক যারা নিজ কাজে মগ্ন থাকে এবং যথাসম্ভব চেষ্টায় রত থাকে। যতক্ষণ না তাদিগকে পূর্ণ সুযোগ দেয়া হয়, যতক্ষণ তাদের চেষ্টার শেষ ফল বের হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জাতিকে ধ্বংস করা হয় না। শেষ ফল বের হবার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে প্রথমতঃ এই যে, তাদের সংশোধনের প্রচেষ্টার ফলে কিছু সংখ্যক লোক সংশোধনের প্রভাবে নিজদিগকে ঠিক করতে শুরু করে, তাদের কর্ম ভাল হতে আরম্ভ করে, আর তারা খোদাতা'লার আদেশ পালন করতে শুরু করে। পূর্ণভাবে হোক অথবা আংশিক ভাবেই হোক পুণ্য কথার দ্বারা পুণ্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টিও (ভালো) ফল। তাৎক্ষণিকভাবে ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক নয়। ঈমান আনার বিষয়টি অনেক সময় বিলম্বিত হয়। কেহ যদি সংশোধনের দিকে মনোনিবেশ করে তবে পরিণামে উহা অবশ্যই ঈমান আনয়নে রূপান্তরিত হয়। এমন ব্যক্তি যে পুণ্য কথার হ্যাঁ বাচক উত্তর দেয়, ভদ্রতার সাথে এবং তাক্ওয়ার সাথে পুণ্য কথাকে কবুল করে পরিণামে সেই ব্যক্তিই ঈমানদার হয়ে যায়। তার পরিণাম পুণ্যবান ব্যক্তিদের সাথে হয়। এজন্যেই হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کار

অর্থাৎ যার মধ্যে পুণ্য আছে সে পরিণামে অবশ্যই এখানে (ঈমানদার হয়ে) মৃত্যু বরণ করবে। তাকে খোদাতা'লা বিনষ্ট করবেন না। সুতরাং ঐ জাতি যাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করে তাদের মধ্যে যদি সংশোধনকারী সৃষ্টি হয় আর তাদের প্রচেষ্টার পুণ্য প্রভাব প্রকাশ পেতে থাকে তাহলে সেই জাতির পরীক্ষাকে আল্লাহ্তা'লা এই কারণে দীর্ঘায়ীত করেন যে, সংশোধনকারীদের প্রচুর সুযোগ দেয়া হয় এবং জাতিকে অনুরূপ সুযোগ দেয়া হয় যেন এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করে।

অতএব কোন জাতিকে বাঁচাতে হলে শুধু দোয়াই ফল দেয় না। দোয়ার সাথে প্রচেষ্টার বিষয়ও সাথে সাথে চলে। পূর্ণ চেষ্টা করা আবশ্যকীয়। অতঃপর ইহার সাথে দোয়াও শেষ পর্যন্ত পৌঁছানোর প্রয়োজন। এই দু'টি শক্তি এমন যে, যা মিলিত হয়ে জাতির ভাগ্যকে অবশ্যই পরিবর্তন করে দিতে পারে। ইহা এমন তেজস্বী শক্তি যদ্বারা জাতির ভাগ্য পরিবর্তন হয়। মৃতকে জীবিত করা হয় আর আশ্চর্যজনক আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধিত হয়।

হযরত আকদাস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে এই আয়াতের জীবন্ত চিত্র যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল উহার পূর্বে কখনও তা দেখা যায় নি। আর উহার পরেও তা কখনও দেখা যাবে না। আঁ-হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর চেষ্টাকে

চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়েছিলেন এবং দোয়াও শেষ সীমা পর্যন্ত করেছেন। যার ফলে অল্প সময়ে মৃত জনপদ জীবিত হতে আরম্ভ করল, গোটা জাতির ভাগ্য পরিবর্তীত হলো এবং এক আশ্চর্যজনক আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধিত হলো যার প্রভাব শতাব্দী পর্যন্ত প্রসারিত হলো। আজও তার কল্যাণ বহমান আছে যদিও তা পূর্বের দীপ্ত কল্যাণের ন্যায় দৃশ্যমান নয়। মুসলিম উম্মত পতিত হয়ে অধঃপতনের যে পর্যায়ে থাকুক না কেন আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের শিক্ষা, অনুবর্তিতা ও দোয়ার বরকতে অন্যান্য উম্মতের মোকাবেলায় তাদের হৃদয়ে কঠোরতা স্বল্প। তাদের মধ্যে পুণ্যের যে পানি রয়েছে তা গভীরে যায় নি। বরং অল্প খনন করলেই (পানি) তা নির্গত হয়। অধিকাংশ লোক প্রকৃতিগতভাবে পুণ্যবান। এই জন্যে যদি প্রচেষ্টা চালানো হয় তাহলে অন্যান্যদের তুলনায় এদের মধ্যে চেষ্টা চালানো উত্তম। সুতরাং আমি বিশেষভাবে ঐ সকল আহমদীগণকে ভালভাবে বুঝাতে চাই যারা পাকিস্তানে দীর্ঘদিনের অত্যাচার ও নির্যাতনের দরুন দুঃখে জর্জরিত। তারা অনেক সময়ে বদ্‌দোয়া করার জন্য ঝুঁকে যায় অনেক সময়ে এই ফয়সালা করে ফেলে যে, এই জাতিটি ধ্বংস হবেই তারা ভুলে যান--যে সংশোধনের চেষ্টাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে হবে এবং যেমন কিনা এর পূর্বে বিষয়বস্তুটি বর্ণনা হয়েছে যে, ইহা ধৈর্য ছাড়া সম্ভব নয়। ধৈর্যের অর্থ হলো কোন মুহূর্তে নিরাশ না হওয়া। নিজের উপর কষ্ট নিয়ে নেয়া এবং অপরের জন্য কষ্ট না চাওয়া এবং অত্যাচারীর জন্যে বদ্‌দোয়া করার জন্যে তৎপর না হওয়া। ধৈর্য সহকারে তারা যদি সংশোধনের চেষ্টা করে তবে তারা দেখবে হযরত আকদাস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উম্মতের মধ্যে অনেক গুণাবলী বিদ্যমান আছে। তাদের ত্রুটিগুলি তুলনা-মূলকভাবে সাধারণ। সুতরাং প্রত্যেক বড় ধরণের পরীক্ষার সময়ে মুসলমানদের গুণাবলী দ্রুত উজ্জল হয়ে প্রকাশিত হয় আর তারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের নামে আশ্চর্যজনক কুরবানী দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, বিপদটা শুধু এই যে, তাদের মধ্যে সঠিক নেতৃত্ব নেই।

আল্লাহ্‌তা'লা আকাশ হতে এক নেতৃত্ব নাযেল করেছেন। হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব ইঙ্গিত বহন করে যে, তোমাদের দেহ অপরিচ্ছন্ন নয়। সেই দেহতে একটি নতুন মাথা লাগানো হবে আর সেই মাথা খোদা হতে আলো পাবে। এই জন্যে পরিবর্তনের প্রয়োজন মাথার, দেহের নয়।

এই উদাহরণ আনুষঙ্গিকরূপে এই জন্যে তুলে ধরছি যাতে করে আপনারা সংশোধনের প্রজ্ঞাকে বুঝতে পারেন। আল্লাহ্‌তা'লা উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে সংশোধনকারী পাঠিয়েছেন যার অর্থ এই যে, দেহতে সংশোধনের গুণাবলী বিদ্যমান রয়েছে এবং উহা দ্বারা পূর্ণভাবে লাভবান হওয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে ধৈর্যের বাঁধন শিথিল করবেন না এবং আশাও ছাড়বেন না। দোয়া করতে থাকুন ও সংশোধন করতে থাকুন। খোদাতা'লার ফযলে যদিও কোন জাতির ধ্বংস বাহ্যিকভাবে অবধারিত হয়ে থাকে তবুও এই প্রচেষ্টার ফলে বাহ্যিক

ভাবে প্রকাশিত ধ্বংসের তকদীর পরিবর্তীত হয়ে যাবে। পরকালের অবস্থাও এইরূপ। ইহার অর্থ এই নয় যে, শুধু মাত্র মুসলমানদের বাঁচানো হবে বরং ইহার অর্থ এই যে কেহই পুণ্যের পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা করবে, সাড়া দিবে তাকে বাঁচানো যেতে পারে। সুতরাং যে দেশে আহমদী রয়েছে সেই দেশের প্রতি তার বিশ্বস্ততার দাবী এই যে, সে যেন সেখানে সংশোধনের কাজ শুরু করে দেয়। কিছু দিন পূর্বে অভ্যন্তরীণ সংশোধনের জন্য আমি পাকিস্তান ও ভারতে কয়েকটি 'সংশোধনী কমিটি' বানিয়ে ছিলাম। ইহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ঐ সকল লোক, যুবক হোক অথবা যুবতী যারা মন্দ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রভাবে নষ্ট হয়ে যাচেছ, মন্দ প্রভাব গ্রহণ করছে, কেউ drug addict হচেছ, কেউ অন্য মন্দকর্মে লিপ্ত হচেছ—যখন গোটা পরিবেশই এভাবে দুষিত তখন ঐ পঙ্কিল পরিবেশে সম্পূর্ণভাবে প্রভাব মুক্ত হওয়া এবং ঐ প্রভাবকে সর্বদা প্রতিহত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। উহার জন্য জোর প্রচেষ্টার প্রয়োজন এবং অভ্যন্তরীণভাবে একটি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন যারা ইহাকে প্রতিরোধ করবে। এই উদ্দেশ্যে আমি সংশোধনকারী কমিটি বানিয়েছে যাতে করে তারা আহমদী জামাতের (সদস্যদের) প্রতি দৃষ্টি রেখে তাদের মন্দ প্রভাবে প্রভাবান্বিত হবার পূর্বেই তাদের সংশোধনের কাজ শুরু করে দিতে পারে।

ইহার পূর্বে ভুলবশতঃ এই ধারণার সৃষ্টি হচ্ছিল যে, কোন ব্যক্তি যতক্ষণ না মন্দের চরমে পৌঁছে এবং তার ব্যাপারে (জামা'ত হতে) বের করে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ না থাকে এবং বলা হয়ে থাকে যে, ইহা বাধ্য হয়ে করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত দৃষ্টি দেয়া হত না। এরূপ বিষয় এই আয়াতের পরিপন্থী। কেটে ফেলার (বের করে দেবার) কাজ তো খোদার তরফ হতে হয়ে থাকে। এই ফয়সালা তখন হয়ে থাকে যখন কোন জাতি পথ ভ্রষ্ট হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। সেই সময় পৃথিবীর কোন শক্তি এই কাজে প্রতিবন্ধক হতে পারে না। আমাদের কাজ مصلحون এর কাজ। অর্থাৎ এই চেষ্টায় রত থাকতে হবে যেন কেউ কর্তিত না হয়। এই অপেক্ষা ও বলার পূর্ব হতেই চেষ্টা ও প্রয়াস চালাতে হবে যে, কোন ব্যক্তি ব্যাধির শেষ সীমানা পর্যন্ত পৌঁছুক এবং তার বাঁচার আর কোন উপায় নেই এবং তাকে দাফন করে দাও।

এই সকল কমিটি সম্বন্ধে বর্তমানে আমার পরিকল্পনা এই যে, সমগ্র বিশ্বে এই কমিটির প্রচলন করতে হবে। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ইউরোপ এবং পূর্বের প্রতিটি দেশে। কেননা অন্যদের সংশোধনের চাইতে অভ্যন্তরীণ সংশোধনের প্রয়োজন বেশী। অভ্যন্তরীণ সংশোধনের মান উন্নত হলে জামা'ত বাইরের সংশোধনের যোগ্য হবে। যদি অভ্যন্তরীণ সংশোধনের মান উন্নত না হয় তবে বাইরের মন্দ প্রভাব আপনাদের মধ্যে সংক্রামিত হবে। ফলে আপনারা অন্যান্যদের দোষ ত্রুটি সংশোধনের পরিবর্তে নিজেই ঐ সকল দোষ ত্রুটির শিকার হয়ে যাবেন। এজন্যে ''মুসলেহুন'' এর অর্থ আমি শুধু এই মনে করি না যে, অন্যদের সংশোধন কর। ''মুসলেহুন'' এর যে কাজ রয়েছে তা দু ভাবে চলছে এবং দুটোই জেহাদ।

তরবীয়তের জেহাদ এবং তবলীগের জেহাদ। তবলীগের জেহাদের মান সরাসরি তরবীয়তের জেহাদের সাথে সম্পর্কিত। তরবীয়তের জেহাদের মান যত উন্নত হবে তবলীগের জেহাদের মান ততই উন্নত হতে থাকবে। এজন্যে প্রত্যেক দেশে যেখানে জামা'তের তরফ হতে এই পদ্ধতিতে 'সংশোধনী কমিটি' বানাতে হবে। অর্থাৎ এ বিষয়ে অপেক্ষাকারী হিসেবে নয় যেমন মাকড়সা জালে বসে অপেক্ষা করতে থাকে যে, বেউকুফ মাছি ফাঁদে পড়লে তাকে শিকার করা হবে। শুধু এমন ব্যাধিগ্রস্তদের তাদের দিকে (সংশোধনী কমিটি) যেন না নিয়ে যাওয়া হয় যাদের সম্বন্ধে এই ফয়সালা করতে হবে যে, এখন তাদের কি শাস্তি দেয়া হবে। বরং কমিটির দায়িত্ব হবে যে, তারা দৃষ্টি রাখবে কোন্ পরিবারের মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি হচ্ছে। কোন্ পরিবারের মেয়ে বেপরোয়া হচ্ছে, কার ছেলে অন্য দিকে ঝুঁকে পড়ছে, জামা'তের প্রতি ভালোবাসার পরিবর্তে কাদের ভালোবাসা ধীরে ধীরে অন্যদের প্রতি চলে যাচ্ছে। এমন ব্যক্তিদের মাথার উপর পানি গড়িয়ে যাবার পূর্বে এবং তারা সংক্রমিত হবার পূর্বেই দৃষ্টি দিয়ে স্নেহ ও ভালোবাসা দ্বারা ফিরিয়ে আনা সহজ। এই আয়াতটির প্রতি মনোনিবেশ করার পর (আমার মনে) ধারণার উদ্রেক হলো, এখন প্রয়োজন দাঁড়িয়েছে যে, সমগ্র-বিশ্বের জামা'তে এই উদ্দেশ্যে 'সংশোধনী কমিটি' গঠন করা হোক যারা ব্যাধির প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা করবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি প্রত্যেক আমীরের অধীনে কাজ করবে এবং তাঁর (আমীরের) অধিকার আছে যে, নিজ আয়ত্বে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, মজলিসে আনসারুল্লাহ এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র দ্বারা পূর্ণাঙ্গীণভাবে কাজ নিতে পারবেন। তিনি ভালো মনে করলে কতিপয় বিষয়কে খোদ্দামুল আহমদীয়া কর্তৃক সমাধান করবেন, কতিপয় বিষয়কে লাজনা কর্তৃক সমাধান করতে পারেন। অনেক সময়ে তিনটি সংগঠনকেই চেষ্টা করতে হবে। যেমন একটি গোটা পরিবারের বিষয় হলে পুণ্য প্রভাব বিস্তার করার জন্যে খোদ্দামুল আহমদীয়ার দ্বারা কাজ নিতে হবে, আনসার দ্বারা কাজ নিতে হবে এবং লাজনা দ্বারাও কাজ নিতে হবে। আমি আশা রাখি যদি আপনারা এভাবে কাজ শুরু করেন তাহলে আল্লাহ্‌তা'লার এই অঙ্গীকার আপনাদের পক্ষে অবশ্যই পূর্ণ হবে যে, আপনাদের (সংশোধনকারীদের) জন্য জাতিকে বাঁচানো হবে। আপনাদের দ্বারা যদি জামাতকে বাঁচানো যায় তাহলে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ইহাই সেই যোগ্য জামা'ত হবে যদ্দরুন জাতিকে বাঁচানো হবে। যতক্ষণ اصلاح مصلحين এর প্রক্রিয়া চলতে থাকবে ততক্ষণ খোদাতা'লার আযাবের তকদীরও দূর হতে থাকবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো এই যে, যদি ফয়সালা এইভাবে হয়ে থাকে যে, (সংশোধনের) প্রচেষ্টা চুড়ান্তভাবে হয়ে থাকে এবং উহার বিপরীতে প্রতিক্রিয়াও চরমে পৌঁছায় এবং পাষাণ হৃদয়ের লোক যারা কোন (ভালো) প্রভাবকে গ্রহণ করে না তাহলে এমতাবস্থায় (তাদের) ধ্বংস হয়ে যাবার তকদীরের পথে পৃথিবীর مصلحين দের

কোন জামা'ত প্রতিবন্ধকত হতে পারবে না। সেই তকদীর অবশ্যই পূর্ণ হবে। এখন প্রশ্ন উঠে এমতাবস্থায় "মুসলেহীন"দের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে? এখানে وراثة-এর দ্বিতীয় অর্থ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে ও কার্যকরী হতে দেখা যায়। আমি এই অনুবাদ করে ছিলাম যে, ورثا এর অর্থ শুধু বসবাসকারী নয় বরং বসবাসকারী আখ্যা দেবার অধিকারী লোক। যারা সত্য সত্যই সেই দেশের প্রতি সম্বোধিত হবার যোগ্য যাদের মধ্যে জীবনের চিহ্ন ও চরিত্র রয়েছে। যারা দেশবাসী এবং দেশের বাসীন্দা আখ্যা নেবার যোগ্যতা রাখে তাদের সম্বন্ধে কুরআন করীম হতে জানা যায় (এই আয়াত ছাড়াও) আরেকটি আয়াতে এই বিষয়টিকে ব্যাপকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন কোন জাতিকে ধ্বংস করে দেবার ফয়সালা হয়ে যায় তখন ঐ লোক সকল যারা এই (ধ্বংস হবার) ফয়সালার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত রীতিমত সংশোধনের কাজে নিয়োজিত থাকেন তাদিগকে ঐ স্থানের অধিকারী করে দেয়া হয়। আর এই বিষয়বস্তুটিকে কুরআন করীমের বহু স্থানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

সুতরাং যোগ্যতার বিষয়বস্তুটিকে উত্তরাধিকারীর বিষয়বস্তুর সাথে মিলিয়ে দেখুন তো বিষয়বস্তুটি স্পষ্ট হয়ে যায়। আপনি সংশোধনের কাজে ব্রতী হন সততা ও তাকওয়ার সাথে সাথে নিজের সংশোধন করতে থাকুন এবং অন্যের সংশোধনও করতে থাকুন। এই সংশোধনী কমিটিও অন্যান্য কিছু সংশোধনী কমিটির সমান্তরালে নিয়োজিত করতে হবে যারা সমাজের মন্দ দিকগুলোর বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে।

(এ ব্যাপারে) যুবক লেখকগণ সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগ করুন, বুদ্ধিজীবীদের সাথে যোগাযোগ করুন। টেলিভিশন ও রেডিওতে লিখতে হবে, প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে। ধর্মীয় মতভেদ বাদ দিয়ে এমন এমন সেমিনার করতে হবে যেখানে পাপাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করতে হবে এবং এই জেহাদ জাতীয় পর্যায়ে হতে হবে। এবং নেতৃত্ব আহমদীদের হাতে থাকতে হবে কেননা একমাত্র আহমদীগণই সকল ছোট ছোট স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে সংশোধনের কাজ করতে পারে। আহমদীগণই শ্রেণী সংগ্রাম হতে পবিত্র। জাতিগত হিংসা হতে পবিত্র ধর্মীয় বিদ্বেষ হতে পবিত্র নতুবা তারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দিকে সম্পর্কিত হবারই যোগ্য নয়। কেননা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দিকে তারাই সম্বোধিত হতে পারে যারা রাহমাতুল্লিল আলামীন এর গুণাবলী নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করার চেষ্টা করে এবং "আলামীন" (জগতসমূহ) এর মধ্যে কোন ভেদাভেদ করে না। কালোদের জগৎ, সাদাদের জগৎ, উত্তরের জগৎ, দক্ষিণের জগৎ, পূর্ব ও পশ্চিমের জগৎ এর মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। ধর্মীয় জগৎ এর (বিদ্বেষের) কোন উল্লেখ নেই। (তাঁর উম্মত) আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে

সাল্লামের ন্যায় সমগ্র জগতের জন্য আশীষ। যেভাবে রাব্বুল আলামীন" সমগ্র জগতের প্রতিপালক। তিনি তাঁকে (সাঃ) "রবুবিয়্যতের' (প্রতিপালকের) অধীনে "রহমাতুল্লিল আলামীন" (সমগ্র জগতের জন্য রহমত) আখ্যা দিয়েছেন। "রাব্বুল আলামীনের" রবুবিয়্যাত যেভাবে সমগ্র জগতের জন্য সমান এবং আল্লাহতা'লা সকলেরই সমভাবে প্রতিপালক অনুরূপভাবে "রাহমাতুল্লিল আলামীনের" উপাধিও কোন সাধারণ উপাধি নয়। নিজ ব্যাপকতা ও গভীরতার (অর্থ ও তত্বের) দিক হতে এর চাইতে বড় উপাধি অন্য কোন নবীকে দেয়া হয় নাই।

সুতরাং আহমদীদেরকে রাহমাতুল্লিল আলামীনের বিষয় বস্তুকে বুঝে হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং যখন এভাবে সম্পর্ক স্থাপন হবে তখন আপনাদের দৃষ্টি আরও উঁচু হবে। আপনাদের সাহস আরও বেড়ে যাবে। আপনারা শ্রেণী সংগ্রামের শিকার হতে পারবেন না। ইহা হতেই পারে না যে, এমতাবস্থায় আপনাদের হৃদয়ে রহমতের ধারা বহমান থাকার ফলে কালো, সাদা ও লাল বর্ণের ভেদাভেদ করে কোন দলাদলিতে বিভক্ত হতে পারেন না। প্রতিটি মানুষের দুঃখ দুর করার সত্যিকার স্পৃহা আপনাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হবে। প্রত্যেকের জন্য ভালোবাসার সৃষ্টি হবে। রহমাতুল্লিল আলামীনের সাথে ন্যায় বিচারের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচার ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি কারো জন্য আশীষ প্রদ হতেই পারে না। এই দুই বিষয়বস্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এর বিশদ ব্যাখ্যায় যাবার আপাতঃ কোন প্রয়োজন নেই। মনে রেখো আন্তর্জাতিক সম্পর্কে অথবা ধর্মীয় ব্যাপারে যে ব্যক্তি ন্যায় বিচারক নয় সে আশীষ প্রদ হতেই পারে না। আপনাদের অবশ্যই ন্যায় বিচার করার যোগ্যতা ব্যাপকভাবে সৃষ্টি করতে হবে। তার পরেই আপনাদেরকে সমস্ত জগতের জন্য আশীষ প্রদ বানানো হবে এর পূর্বে নয়। এই দুইটি এমন বিষয় যার প্রয়োজন আজ পৃথিবীর জন্য সবচেয়ে বেশী। এই পরিস্থিতিতে যখন আপনারা সংশোধনকারীর দায়িত্ব পালন করতে থাকবেন তখন এর ফলে অদ্ভুত বিপ্লব সাধিত হবে। এই রহস্যটি বুঝার পরেই আপনারা সত্যিকার সংশোধনকারী এবং ভ্রান্ত সংশোধনকারীর পার্থক্য বুঝতে পারবেন।

কুরআন করীম হতে জানা যায় যে, অনেক বিশৃংখলাকারী রয়েছে, যখন তাদের বলা হয় যে, সংশোধন কর তখন তারা বলে, قالوا إنما نحن مصلحون তারা বলে, আমরা তো কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী। আল্লাহ বলেন, "الا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون" (সতর্ক) হও নিশ্চয় তারাই বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী কিন্তু তারা বুঝেনা। সতর্ক হও এরাই ঐ সকল বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী জাতি যাদের উল্লেখ আমরা করে আসছি। তাদের মধ্যে বিশৃংখলার প্রতিটি উপকরণ বিদ্যমান আছে। ولكن لا يشعرون কিন্তু বেউকুফদের কোন অনুভূতিই নেই যে, তারা বিশৃংখলাকারী।

আমি যে দু'টি বিষয় আপনাদের সামনে বর্ণনা করেছি তা বুদ্ধি বিবেক সৃষ্টিকারী বিষয়। যদি এই বিষয়গুলোর উপর চিন্তা করেন তাহলে আপনাদের মধ্যে বিশৃংখলাকারী ও সংশোধনকারীর মধ্যে পার্থক্য করার বিবেক সৃষ্টি হয়ে যাবে। এরা ঐ সকল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী যাদের প্রতি দৃষ্টি দিলে জানতে পারবেন যে, এরা সংশোধনের নামে অন্যায় কাজ করছে। সংশোধনের দাবী করে তাদের বিরুদ্ধবাদীদের সাথে যখন ন্যায় বিচারের প্রশ্ন আসে তখন অবিচার করে থাকে, আর এমনিতেই তাদের বিরুদ্ধে (পূর্ব হতেই) কতিপয় বাহানা দিয়ে সংগ্রাম শুরু করে থাকে। জামাতে ইসলামীকে দেখে নিন, সংশোধনকারীর দাবী করে এরা "মুসলেহীন"দের জামা ত বলে পরিচয় দেয় এরা। পাকিস্তানের জামাতে আহ্‌মদীয়ার বিষয়ে যখ-নই কোন (ন্যায় বিচার করার) ফয়সালা এসেছে তখনই এই দুর্ভাগারা সর্বদা অবিচার করেছে, তাকওয়াকে ছেড়ে দিয়েছে, কুরআনে বর্ণিত ন্যায় বিচারের নীতিকে বিসর্জন দিয়েছে। তাদের জজই হোক অথবা অন্য কেউই হোক যখনই কোন বিচারের সময় এসেছে তখনই তারা আহমদীদের সাথে অবিচার করেছে। অতএব এই অবিচারই বলে দেয় যে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কে? পরীক্ষার সময় ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং আপনাদের বিরুদ্ধে ফয়সালা দেওয়া ও অপরের পক্ষে ফয়সালা দেয়া ন্যায় বিচারের এমন একটি দাবী যার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছাড়া কোন ব্যক্তিকে ন্যায় বিচারক বলা যেতে পারে না এবং যে ব্যক্তি ন্যায় বিচারক নয় সে রহমতের বিকাশস্থল হতে পারে না বরং সে সর্বদা কষ্টেরই কারণ হবে, কেননা ন্যায় পরায়ণতা ও ন্যায় বিচারের অভাবের নামই কষ্ট এবং ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরই রহমতের সৃষ্টি হয়।

এই বিষয়টিকে আমি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করলাম যাতে আপনারা এই বিষয়টিকে ভালভাবে বুঝে নেন। বিষয়টি বুঝার পর প্রতিটি আহমদীর হৃদয় এই বিশ্বাসে ভরে যাবে যে, সে নিশ্চয় একজন সংশোধনকারী এবং তার সম্বন্ধে এই ঘোষণা দেয়া যেতে পারে না যে, ولكن لا يشعرون সে বিশৃঙ্খলাকারী কিন্তু বুঝে না। কেননা যে ব্যক্তি ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত খোদাতা'লা তাকে রহমতের বৈশিষ্ট্য দান করে থাকেন এবং এমন ব্যক্তিকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী বলা যেতেই পারে না। ইহা বিবেক বিরুদ্ধে কথা। সুতরাং এই অর্থে আপনারা সংশোধনের চেষ্টা করুন যার প্রথম দাবী এই যে, ন্যায়পরায়ণতায় প্রতিষ্ঠিত হউন তবে আপনাদের মধ্যে সংশোধনকারী হবার গুণাবলী সৃষ্টি হবে।

সংশোধনকারী হবার পর সর্বপ্রথম নিজেদের প্রতি দৃষ্টি দিন কেননা যারা পৃথিবীর সংশোধন করার দায়িত্বে নিয়োজিত তারা যতক্ষণ পর্যন্ত না অভ্যন্তরীণ সংশোধন করবে ততক্ষণ অপরের সংশোধন করতে পারবে না। সংশোধনের সময়ে বিশৃঙ্খলা বেড়ে যাবার অপেক্ষা করবেন না বরং মতিগতি দেখে চিনে নিন কোথায় কোথায় বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। সেই পরিবার পর্যন্ত পৌঁছান, তাদের যুবকদের ও বড়দের নিকট যান কিন্তু

ইহার পূর্বে যে, তাদের পদক্ষেপ আগে বেড়ে চলে যায় আর তাদেরকে দৌড় ধরা যাবে না, স্নেহের সাথে তাদেরকে ফিরিয়ে আনুন। ইহার সাথে সাথে আপনারা অন্যদের সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দিন তবে খোদাতা'লার অঙ্গীকার যে, আপনাদের কল্যাণে জাতিসমূহকে রক্ষা করা হবে—আপনাদের পক্ষে পূর্ণ হবে। ইহার পরওয়া করবেন না যে, জাতি বাঁচলে কার নাম হবে। পৃথিবীর ইতিহাস দু'ভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে। এক ইতিহাস তো গুটির ইতিহাস। একটি অদৃশ্য হাত গুটিগুলোকে চালিত করছে। আপনারা যদি ধর্মীয় জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা করেন তাহলে আরেক ধরণের ইতিহাস পরিলক্ষিত হয়। কুরআন করীম বলে, আমরা এই দৃঢ় অঙ্গীকার ও ওয়াদা করছি যে, যারা সত্যবাদী সংশোধনকারী তারা যদিও সংখ্যায় নগণ্য থাকে আমরা তাদের সেই অঞ্চলের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিব। এই দৃষ্টিকোণ হতে (ধর্মীয়) ইতিহাসের পর্যালোচনা করলে ঐ ইতিহাস যা জাগতিক দৃষ্টিকোণ হতে ঐতিহাসিকগণ লিখেছে, এই দু'টির মধ্যে (ধর্মীয় ও জাগতিক) আকাশ ও যমীনের পার্থক্য দেখতে পাওয়া যাবে। একটি ঘটনা জানার কোন প্রমাণ যদি নাও থাকে তথাপি সমগ্র জগৎ ঘটনা ঘটার দিক হতে উহার পক্ষে সাক্ষী দিচ্ছে কিন্তু যে ইতিহাস লিখছে সে ঐ সকল বাস্তবতাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে আরেক ধরণের ইতিহাস লিখছে। উদাহরণ স্বরূপ যখন আপনারা মিশরের ইতিহাসের পর্যালোচনা করবেন তখন দেখবেন পৃথিবীর বড় বড় ওলামা ও ঐতিহাসিকগণ অত্যন্ত পরিশ্রম করে বিভিন্ন আঙ্গিকে পর্যালোচনা করে মিশরের ইতিহাসকে সংরক্ষিত করেছে। সেখানার ঘটনাসমূহ অত্যন্ত গভীর ভাবে দেখা শুনার পর এবং ঐ সকল কারণসমূহ যা ঐ ঘটনাসমূহের পিছনে ছিল পর্যালোচনার পর লিপিবদ্ধ করেছে। আপনারা গোটাটা (ইতিহাস) পড়ে দেখুন সেখানে বনী ইসরাঈল ও ইহুদীদের কোন ভূমিকাই দেখতে পাবেন না। কোথাও ইঙ্গিতে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, শুনেছি সেই যুগে মূসা নামে একজন ছিলেন বনী ইসরাঈলী। ইহুদীরা সেখানে বসবাস করত; কিন্তু আমাদের নিকট কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই যে, ফেরাউন ডুবে ছিল কিনা অথবা তার ঘটনাটি কি এবং ইহারও প্রমাণ নেই যে, মূসা নবী ছিল কি না? অপরদিকে কুরআন করীম বলে, আমরা এই ফয়সালা করে রেখেছি এবং সর্বদা এই ফয়সালা কার্যকরী হয়ে এসেছে যে, যারা খোদার দৃষ্টিতে সত্যবাদী ও বসবাস করার যোগ্য আল্লাহ্‌ তাদিগকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন।

এখন আপনারা পিছনে ফিরে দেখেন মিশর এবং সমগ্র অঞ্চল কাদের করায়ত্বে দেয়া হয়েছিল, ইহুদী আজও সেই অঞ্চলে আছে এবং উত্তরাধিকারী হিসেবে বড় বড় অঞ্চলের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল এবং আজ পর্যন্ত তা চলে আসছে। কিন্তু ফেরাউনদের এবং মিশরীয়দের অন্যান্য শ্রেণীদের যারা সেই সময়ে মিশরের শাসন ক্ষমতায় ছিল যাদের উল্লেখ ঐতিহাসিকগণ অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে করে থাকেন তাদের দাপট শেষ হয়ে গেছে

তাদের শান ও শওকত মিটে গিয়ে সবই মাটিতে দাফন হয়ে গেছে। আজ উত্তরাধিকারী কারা। উত্তরাধিকারী তো ইহুদী। অতঃপর খৃষ্টানদের দেখুন। হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালাতো ওয়া সাল্লামের যুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখুন অধিকাংশ ইতিহাসে আপনি খৃষ্টানদের কোন চিহ্নই পাবেন না। ক্রুশের ৩৪ বছরের পর ইতিহাসে প্রথমবারের মতন হযরত ঈসা (আঃ)-এর সামান্যতম উল্লেখ পাওয়া যায়। ইতিহাসবিদ যখন সেই যুগের ইতিহাস লেখে তখন সেখানে খৃষ্টানদের কোন ভূমিকাই দেখা যায় না। কোথায় শত বছর পর তারা ইতিহাসের পাতায় আসার যোগ্য হয় কিন্তু কুরআন করীম আগেই বলে দিয়েছে যে, এরা ঐ সকল ব্যক্তিত্ব যাদের উত্তরাধিকারী বানানো হবে।

সুতরাং ঐ ঈসা (আঃ) যিনি নিরীহ ও নিঃস্ব ছিলেন। নিজ শত্রুর বিরুদ্ধে কিছু করবার ক্ষমতাই যার ছিল না কিন্তু এখন দেখুন খৃষ্টানদিগকে আজ কত বড় অঞ্চলের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে। উত্তরাধিকারীর বিষয়বস্তু অত্যন্ত গভীর ও সত্য। হযরত কৃষ্ণ (আঃ) এবং হযরত রামচন্দ্র (আঃ) কে হিন্দুস্থানের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে। হযরত যরস্থুত্র (আঃ)-এর অনুসারীদিগকে পারস্যের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে। হযরত কুনফুসিয়াস (আঃ)-এর অনুসারীদিগকে চীন ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশসমূহের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে। অতএব উত্তরাধিকারীর দৃষ্টিকোণ হতে যদি আপনি ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দেন তাহলে দেখবেন ঐ সকল লোকজনই উত্তরাধিকারী হয়েছেন যাদের সেই যুগে ইহা মনে করা হয় নি যে, ইতিহাস তাদের কথা স্মরণ করবে। আর কোথাও যদি উল্লেখ পাওয়া যায় তবে উহা অত্যন্ত ঘৃণার সাথে বলা হয়ে থাকে। যেমন কনফুসিয়াস একজন ব্যক্তি ছিল যে বাদশাহর সাহায্যে জীবিত ছিল, তাঁর দরবারে সদা ঝুলে থাকত। অনুরূপ হযরত ঈসা (আঃ)-এরও উল্লেখ পাওয়া যায়। কুরআন বর্ণিত ইতিহাস দেখুন। কতই সত্য ও নিশ্চিত! সমগ্র জগৎ উহার জীবন্ত সাক্ষী যে, উত্তরাধিকারী পুণ্যবান ও দুর্বল ব্যক্তিদেরই বানানো হয়।

সুতরাং "মুসলেহুন" এর সাথে উত্তরাধিকারের সম্পর্ক রয়েছে। যদি আপনারা এই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হতে চান আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌র তকদীর আপনাদের এজন্যে দণ্ডায়মান করেছেন তাহলে আপনাদের অবশ্যই "মুসলেহ" (সংশোধনকারী) হতে হবে। এবং "মুসলেহ হতে হলে সর্বপ্রথম নিজেদের সংশোধন করতে হবে। সর্বপ্রথম কাজ হলো ইহাকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং সাথে সাথে অন্যদিকে সমগ্র জাতির সংশোধনের জন্যেও দণ্ডায়মান হতে হবে। 'দাওয়াত ইলাল্লাহ্'র কাজে ব্রতী হন। নিজেদের ছোট ও বড়র তরবীয়তে নিমগ্ন হন তাহলে দেখবেন খোদার তকদীর কিভাবে কাজ করে। আজ যদি কোন আহমদী এই দাবী করে যে, দুনিয়ার পরবর্তী উত্তরাধিকারী সে এবং ভবিষ্যত তার হাতে দেয়া হয়েছে, তাহলে সমগ্র পৃথিবীবাসী তাকে পাগল বলবে, সে কতই না বেউকুফ ও অজ্ঞ! তাদের কোন ভূমিকা নেই। আর তারা ভবিষ্যতের মালিক হবার স্বপ্ন দেখছে!

একদা একজন সাংবাদিক এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতে শুরু করে। সে আমাকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করল যে, এই ব্যক্তিতো আশ্চর্য ধরণের কথা বার্তা শুরু করে দিয়েছে যে, দুনিয়ার পরবর্তী উত্তরাধিকারী আমরা এবং ভবিষ্যত আমাদের হাতে। আমি তাকে বললাম, তুমি বুঝতে পারবে না। তুমি খৃষ্টান তাই খৃষ্টধর্মের পুরানো যুগে ফিরে যাও এবং সেখানে হযরত ঈসা (আঃ)-এর দাবীর বিপরীতে আমাদের দাবী সামনে রেখে দেখ তাঁর দাবী কতই না হাস্যকর ছিল! আমরা তো একশত বছরে এত বড় উন্নতি করেছি যে, ১২৬টি (বর্তমানে ১৩০টি—সম্পাদক) দেশে আমরা বিস্তার লাভ করেছি। পিছনে ফিরে গিয়ে দেখ একশত বছর পরে খৃষ্টধর্মের অবস্থা কি ছিল? সেই যুগে পৌঁছে চিন্তা কর এবং তাঁর পর নিশ্চিন্ত মনে এই যুগে বিদ্রূপব্যাঞ্জক লেখা লিখ যে, এরা পাগল, এদের কোন অস্তিত্ব নেই, এরা নিজ দেশ হতে বিতাড়িত, কোন দেশে আইনগত দিক হতে এদের কোন ক্ষমতা নেই বা কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই; কোন সামাজিক ও বিদ্যার ক্ষমতা নেই, কোন অর্থ-নৈতিক ক্ষমতা নেই, অত্যন্ত নগণ্য সংখ্যায় কয়েকটি জামাত আছে আর এরা মনে করছে এদের পৃথিবীর উত্তরাধিকারী বানানো হবে। আমি বললাম, সেই যুগে ফিরে যাও এবং দ্বিতীয় বার লেখ যে, খৃষ্টানগণ কতই না বুদ্ধিহীন ছিল! প্রথম একশত বছরে কোন রোমান বাদশাহ চাইলে তাদেরকে তাদেরই ঘরের মধ্যে পুড়িয়ে মারত এবং যার ইচ্ছে হতো সে তাদেরকে আদালতে টেনে হিঁচড়ে আনত। আদালত ফয়সালা দিত। হিংস্র জন্তুদের সামনে এদের নিক্ষেপ করা হোক এবং ক্ষুধার্ত হিংস্র জন্তু এদের দেহ টুকরো টুকরো করে ভক্ষণ করুক এবং সবাই বসে এই তামাশা দেখে আনন্দিত হোক। এইরূপ তখন তাদের শক্তি ছিল। আমি বল্লাম, সেই যুগের উপরে লিখ যে, পাগলের সন্তানদের কি ক্ষমতা যে হিংস্র বন্য জন্তুর দ্বারা তারা জীবিত ভক্ষিত হচ্ছে আর দাবী করছে যে, তাদের সমগ্র জগতের উত্তরাধিকারী বানানো হবে। কিন্তু এ যুগে ফিরে এসে দেখ তাদের কোন্ কোন্ শক্তির উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে। ইহা কুরআন করীমের সত্যতার ঘোষণা এবং ইতিহাসের আরেকটি দৃশ্য যাকে কুরআন করীম এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ হতে তুলে ধরেছে এবং ইহার সম্পর্ক সংশোধনের সাথে।

সুতরাং আপনারা সংশোধনকারী হয়ে যান এবং উত্তরাধিকারের বিষয়টি খোদার উপরে ছাড়ুন। সেই খোদার উপর যিনি সর্বদা "মুসলেহুন"দের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং বানিয়ে আসছেন ও উহাতে কখনও ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি অবশ্যই আপনাদেরকে এই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী বানাবেন। এজন্যেও উত্তরাধিকারী বানাবেন যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে খোদাতা'লার অঙ্গীকার ইসলামকে অবশেষে অবশ্যই এই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী বানানো হবে। তাঁর (সাঃ) কল্যাণে ইহা অবশ্যই হবে কিন্তু আপনাদের মধ্যে ঐ গুণাবলীর সৃষ্টি করতে হবে যার উদ্ধৃতি আমি কুরআন হতে দিয়েছি।

আমি যেভাবে বর্ণনা করেছি মনে রাখবেন, সংশোধনকারী নিজ শক্তি দ্বারা সংশোধন করতে পারবে না। সংশোধনে যদি তারা ব্যর্থ হয় তদুপরি তারাই জয়ী হয়। সংশোধন-

কারীকে শুধু এজন্যেই সফল বলা যেতে পারে না যে, তার মধ্যে সংশোধনের সকল গুণাবলী সৃষ্টি হয়েছে। "মুসলেহুন" তো অনেক সময় নিজেকে সংশোধন করার পূর্বে মৃত্যুর আদেশ পায় আর সে খোদার দরবারে উপস্থিত হয়ে যায়। তাদের ক্ষমার সম্পর্ক করুণার সাথে। তাদের ক্ষমার সম্পর্ক সংশোধনের বা সফলতার সাথে নয়। সুতরাং ঐ জাতি যারা সংশোধনের প্রচেষ্টায় আছে এবং এমতাবস্থায় মৃতু বরণ করে যে, তাদের মধ্যে যদি দোষ ত্রূটি থাকেও তাহলে খোদাতা'লা তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং তা করুণার কারণেই। তাদেরকে যে ক্ষমা করে দেয়া হয় এর মধ্যেও ন্যায় বিচার পাওয়া যায়। ন্যায় বিচার এই যে, খোদাতা'লা এই বিধান বানিয়ে নিয়েছেন যে, লোক পুণ্য করার চেষ্টা করতে শুরু করে আর যদি সে পুণ্য করতে সফল হবার পূর্বেই মৃত্যু বরণ করে তাহলে আমি তাদিগকে ক্ষমা করে দিব। ইহাতো করুণার সাথে অবশ্যই সম্পর্কিত কিন্তু এক অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও পরিচ্ছন্ন ন্যায় বিচারের সাথেও ইহার সম্পর্ক আছে কেননা বয়সের সীমা নির্ধারণ করার ক্ষমতাও তো আল্লাহ্‌র। এমন ব্যক্তি যে পুণ্য করতে শুরু করে আর সেই অবস্থায় যদি তার মৃত্যু হয়, তবে ন্যায় বিচারের দৃষ্টিতে দেখলে সে আল্লাহ্‌কে বলতে পারে যে, আমি জানিনা এই প্রচেষ্টার ফল কি হতো। তবে তুমি জানো যে, আমার মৃত্যুর কালে আমি বাহ্যিকভাবে ও অভ্যন্তরীণভাবেও নিজেকে সংশোধনের কাজে নিয়োজিত রেখে ছিলাম। এজন্য খোদাতা'লার সর্বোত্তম ও সূক্ষ্ম ন্যায় বিচারের দাবী এই যে, তার উপরে করুণা করবেন এবং তার অন্ধকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন করবেন না। তিনি জানেন সে জীবিত থাকলে কি হতো কিন্তু যে অবস্থায় তাকে মৃত্যু দিয়েছেন সেই অবস্থাকে ভবিষ্যতের জন্য ধরে নিবেন।

ইহা সেই বিষয় যা হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণনা করেছেন যে, একটি মন্দ লোক মন্দ শহর হতে হিযরত করে পুণ্যবান ব্যক্তিদের শহরের দিকে এই নিয়্যতে যাত্রা করল যে, তাদের সঙ্গে থাকলে তার সংশোধন হয়ে যাবে। সে পাপে নিমজ্জিত ছিল এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর প্রাক্কলে সে মাটিতে কনুইএর উপর ভর করে হাঁটুর উপর ভর করে হিঁচড়িয়ে হিঁচড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছিল যে যেভাবেই হোক ঐ শহরের নিকটে গিয়ে যেন তার মৃত্যু হয়। এই হাদীসটি বহুবার আপনারা শুনেছেন। কতই না আশ্চর্যজনক ও সূক্ষ্ম বিষয়বস্তু সমৃদ্ধ! তিনি (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা তার পক্ষে ফয়সালা করবেন। তার মৃত্যু যদিও মন্দ ব্যক্তিদের শহরের নিকটবর্তী হয় তথাপি খোদাতা'লা এমন ব্যবস্থা করবে যে, যখন (রূপক ভাবে) ফেরেশ্‌তাগণ দূরত্ব মাপবেন তখন পুণ্যবান ব্যক্তিদের শহরের দূরত্বকে তিনি কমিয়ে দিবেন এবং মন্দ ব্যক্তিদের শহরের দূরত্বকে বাড়িয়ে দিবেন যাতে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু পুণ্যের নিকটে হয়। এই বিষয়বস্তুটি করুণার এবং চেষ্টায় রত থাকা অবস্থায় প্রাণ দেয়া সম্পর্কিত ন্যায় বিচারের বিষয়বস্তু। অতএব ন্যায়বিচারের সহিত করুণার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। এজন্য আমি আপনাদিগকে বলছি, ন্যায় বিচারক হলেই আপনারা "মুসলেহ্" হতে পারবেন। ন্যায় বিচারক হলে আপনারা করুণা লাভের যোগ্য হতে পারবেন।

এই বিষয়বস্তুটিকে আল্লাহ্‌ তা'লা আরও ব্যাপকভাবে বর্ণনা করেছেন এবং ইহার সম্পর্কে করুণার সাথে জুড়ে দিয়েছেন। আপনারা সংশোধনকারী হন এবং সংশোধনকারী হবার চেষ্টায় থাকা অবস্থায় মৃত্যু হলে কোন ভয়ের কারণ নেই। আল্লাহ্‌ তা'লা অত্যন্ত দয়ালু। আল্লাহ্‌তা'লার ন্যায় বিচার আপনাদের জন্য করুণায় পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এই কথা মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্‌ তা'লা আপনাদের জন্য চেষ্টা করা ফরয বলে খবর দিয়েছেন কিন্তু উহার ফল আপনাদের হাতে নয় কেননা ফলাফলের একটি সম্পর্ক আল্লাহ্‌ তা'লার সাথে এবং অপরটি মানুষের সাথে। আল্লাহ্‌তা'লার ন্যায় বিচারের দাবী অনুযায়ী ঐ সকল লোক, যারা ইতোপূর্বে জিদ্‌ করে অস্বীকার করেছে তাদের বাধ্য করে সংশোধন করেন নি। সুতরাং চেষ্টা যতই নিষ্ঠার সাথে হোক না কেন এবং উহার সাথে যতই দোয়া হোক না কেন لا ينال عهدى الظالمين (আমার অঙ্গীকার যালেমদের জন্য পূর্ণ হবার নয়) এর বিষয় সর্বদা প্রাধান্য বিস্তার করে। ঐ সমস্ত লোক যারা নিজেদের প্রাণের উপর যুলুম করতে হঠকারিতা করে তাদের তকদীর না তো কোন দোয়ার দ্বারা পরিবর্তন হয় আর না কোন সংশোধনের প্রচেষ্টায়। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন:

لو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة অর্থাৎ যদি আল্লাহ্‌ তা'লা চাইতেন তাঁর অধিকার ও ক্ষমতাও আছে তাহলে সমস্ত মানবজাতিকে পুণ্যে একত্রিত করে দিতেন, এক হৃদয় বানিয়ে দিতেন এবং এক উম্মত বানিয়ে দিতেন। لا يزالون مختلفين কিন্তু তারা সর্বদাই মতবিরোধ করতে থাকবে কিন্তু কেন? এইজন্য যে, খোদাতা'লা জোরপূর্বক কারও সংশোধন করেন না। অপরদিকে বক্র হৃদয়ের অধিকারী লোকেরা নিজেদের বক্রতার উপর জিদ করে থাকেন তখন বাহ্যিকভাবে মনে হয় যে সংশোধনকারীরা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যে অর্থে আমি বিষয়বস্তুটির বিশদ বর্ণনা দিয়েছি তাতে উদ্ভাসিত হয় যে, তারা ব্যর্থ হন নি কেননা তাদিগকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী বানানো হয় الا من رحم ربك অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোক ব্যতিরেকে যাদের উপর আল্লাহ্‌তা'লা করুণা করে থাকেন। এখানে ঐ সকল সংশোধনকারীদের উল্লেখ রয়েছে যাদের সম্বন্ধে আমি বর্ণনা করেছি যে, তাদেরকে করুণার দরুন বাঁচিয়ে নেয়া হয় নতুবা তাদের প্রচেষ্টা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে হয়ে থাকে। ইহা ছাড়াও অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাও থেকে যায়, আল্লাহ্‌ তা'লা যদি সেই দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে শাস্তি দিতে চান তাহলে আমাদের মধ্যে কেউ ক্ষমা পেতে পারে না। অতএব ন্যায়-পরায়ণতার সাথে করুণার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তোমরা চেষ্টা শুরু কর, নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা শুরু কর অতঃপর যে অবস্থাতেই তোমাদের মৃত্যু আসুক না কেন আল্লাহ্‌ তা'লা তোমা-দিগকে الا من رحم ربك এর অর্থ ঐ সমস্ত লোক ব্যতিরেকে যাদের উপর তোমাদের প্রভু করুণা করবেন এবং খোদার করুণার সম্পর্ক ন্যায় বিচারের সাথে রয়েছে অন্যায়ের সাথে ইহার কোন সম্পর্ক নেই ولذلك خلقهم আল্লাহ্‌ এই জন্যই তাদেরকে সৃষ্টি করে

ছিলেন যেন তিনি তাদিগকে এমন সুযোগ দিতে পারেন যাতে তারা খোদার করুণার অংশীদার হতে পারে, তাদেরকে বাঁচিয়ে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু এমনটি হয় নি। যারা খোদাতা'লার করুণায় কল্যাণমণ্ডিত হন তারা সর্বদাই সংখ্যায় অতি নগণ্য হয়ে থাকেন

و تمت كلمة ربك لاملئن جهنم من الجنة والناس اجمعين ০

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমার খোদার ফয়সালা পূর্ণতা লাভ করেছে যে, অবশ্যই আমরা জাহান্নামকে বড় লোক ও সাধারণ লোক দ্বারা ভরে দিব।

যে বিষয়বস্তুটি বর্ণনা করা হচ্ছে উহার আলোকে এই আয়াতটির অর্থ বুঝা যায়। নতুবা এই আয়াতটি অনেকগুলি দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টিকারী বলে মনে হয়। একদিকে তো আল্লাহ্-তা'লা বলেন যে, তিনি যমীন ও আসমান এবং মানব জাতিকে এই জন্য সৃষ্টি করেছেন যাতে আল্লাহ্ তাদের উপর দয়া করতে পারেন। "ইল্লা মান্ রাহেমা রাব্বুকা" অর্থাৎ যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা দয়া করে থাকেন, তাদের ছাড়া অন্য কাউকে বাঁচানো হবে না। "ওয়া লেযালেকা খালাকাহুম" অর্থাৎ এই দয়া করার জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু অপরদিকে তিনি বলেন আমরা দৃঢ় অঙ্গীকার করে নিয়েছি যে, "আমরা জাহান্নামকে সাধারণ ও বিত্তবান লোক দ্বারা ভরে দিব"। যখন এই দৃঢ় অঙ্গীকার করা হয়েছে তখন দয়ার প্রশ্ন কোথায় বাকি থাকে? কিন্তু

لذالك خلقهم এবং و تمت كلمة ربك لاملئن جهنم من الجنة والناس اجمعين ০

একসাথে পাঠ করলে বিষয়বস্তুটি বুঝা যায়।

ইহার পূর্বে বর্ণনা রয়েছে যে, আল্লাহ্‌তা'লা বাধ্য করে কারও সংশোধন করেন না। যেহেতু তিনি অদৃশ্যের সম্বন্ধে জ্ঞাত এ জন্যে তিনি জানেন যে, অধিকাংশ লোক করুণার কল্যাণ দ্বারা লাভবান হবে না। অধিকাংশ লোকের জন্য অনেক পুণ্যবান ব্যক্তি পরিশ্রম করে থাকে তাদের সংশোধনের জন্য পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে, তারা ঘোর নিদ্রায় থাকে আর পুণ্যবান ব্যক্তিরা রাতে উঠে তাদের জন্য দোয়া করে, অন্যেরা তাদের প্রতি অত্যাচার করে। আর তারা তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। এই সমগ্র প্রচেষ্টা ইহা প্রতীয়মান করে যে, করুণা করার নিমিত্তে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। খোদার তকদীর, তাঁর করুণার তকদীর এই সকল পুণ্যবান বান্দাদের রূপ পরিগ্রহ করে ঐ সকল দুর্ভাগাদের বাঁচানোর জন্যে পরিপূর্ণভাবে চেষ্টা করে। তারা জাগতিক প্রতিটি পন্থা অবলম্বন করে। বুদ্ধি-বিবেক, দলীল প্রমাণ, ইতিহাস ও সকল ধরণের যুক্তি দ্বারা তাদেরকে বুঝানো হয়। ইহার ফলে অনেকে বুঝে যায় যে, ইহাই সঠিক রাস্তা। অতঃপর (তারাও) তাদের জন্য দোয়া করতে শুরু করে, সাথে নির্যাতিতও হয়, তাঁদের বাঁচানোর চেষ্টা করে, কষ্ট দেখলে তাদের জন্য দুঃখিত হয় এবং তাদের জীবন অন্যের দুঃখে বিচলিত হয়ে উঠে। ইহার জন্যই খোদাতা'লা (মানবকে) সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ খোদার জামা'ত নিজেদের তরফ হতে সকল ধরণের চেষ্টা

করে। অতঃপর খোদা বলেন, এরপরেও যদি তারা আত্মসমর্পণ না করে তাহলে জোর করে তাদের বাঁচানো যেতে পারে না। যদি আল্লাহ্ চাইতেন তাহলে সবাইকে একত্রিত করে দিতেন; কিন্তু তাহলে (খোদার) জগৎ সৃষ্টির পরিকল্পনা নিরর্থক হয়ে যাবে অর্থাৎ কাউকে জোর করে বাঁচাতে হবে এবং জোর করে কাউকে ধ্বংস করতে হবে। যদি ধ্বংসের ব্যাপারে 'বলপূর্বক' বিষয়টি না পাওয়া যায় তবে বাঁচানোর ব্যাপারেও বল প্রয়োগের বিষয়টি পাওয়া যাবে না। সুতরাং تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ এর অর্থ হলো "খোদার কথা সত্য প্রমাণিত হলো"। ইহা এই আয়াতের অর্থ যে, দেখ, খোদাতা'লার কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ ঐ সকল দুর্ভাগারা সকল চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোনভাবে লাভবান হলো না এবং তাদের মধ্যে একটি বড় সংখ্যা এমন ছিল যারা নষ্ট হবার ছিল এবং সঠিক পথ লাভের সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তারা তা হতে বঞ্চিত থাকার ছিল। কিন্তু এই বিষয়টি বুঝার পর নিরাশ হবার কিছুই নেই। কেননা হযরত আকদাস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কর্তৃক যে বিপুল সংখ্যায় মানবজাতিকে বাঁচানো অবধারিত আছে ইহার পূর্বে আর এমন কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না। সুতরাং আমাদের অবশ্যই মানব জাতিকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে, দোয়া করতে হবে এবং বিষয়টি খোদার উপর ছেড়ে দিতে হবে। تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ (তোমার প্রভুর কথা পূর্ণ হয়েছে) এর বিষয়টি অবশ্যই প্রকাশ হবে। কিন্তু إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ (যার উপর আল্লাহ্ করুণা করেছেন সে ব্যতিরেকে) এর বিষয়টিও অবশ্যই প্রকাশিত হবে। অত্যাচারীদের শেষ করা হবে এবং তাদের পরে এমন উত্তরাধিকারী আসবে যারা খোদার দৃষ্টিতে জীবিত থাকার এবং মানব জাতির পথপ্রদর্শনের যোগ্যতা রাখবে। পৃথিবীর কর্তৃত্ব তাদের হাতে দেয়া হবে। এবং এই উত্তরাধিকারী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্যিকার গোলাম ছাড়া আর অন্য কেহ নয়। আল্লাহ্ আপনাদিগকে তৌফীক দান করুন যে এই ময়দান যা খালি রয়েছে আপনারা অগ্রসর হয়ে তা পূর্ণ করে দিন। খোদাতা'লা আপনাদের কল্যাণ সমগ্র জগতে ছড়িয়ে দিন এবং আপনাদের দ্বারা আল্লাহ্‌তা'লা সমগ্র জগতকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিন। এই দোয়াই করুন, এই চেষ্টাই যেন হয়, ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য হয় এবং ইহাই যেন জীবনের অভিসন্ধি হয়।

খোদা করুন আমরা আল্লাহ্‌তা'লার ফযল ও করুণার দ্বারা এই সকল উদ্দেশ্য লাভ করে সফলতা অর্জন করতে পারি। আমীন।

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাত শত আদেশের এক ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।"

(আমাদের শিক্ষা) —হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

জুমুআর খুতবা

(সার সংক্ষেপ)

[অতিরিক্ত উকীলুল মাল, লণ্ডন থেকে আমরা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আই:)-এর ১০ই জুলাই '৯২ তারিখে মসজিদে ফযলে প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারাংশ ইংরেজীতে প্রচারিত সার্কুলার মারফত পেয়েছি। সকলের অবগতির জন্য তার বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেয়া হলো]

অনুবাদক : এ, কে, রেজাউল করিম

হুযুর আকদাস (আই:) পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে খুতবা প্রদান করেন :

مثل الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء و الله واسع عليم ٥

"যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত শস্যবীজের দৃষ্টান্তের ন্যায়, যাহা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষে একশত শস্যবীজ থাকে। এবং আল্লাহ্‌ যাহার জন্য চাহেন (ইহা অপেক্ষাও) বৃদ্ধি করিয়া দেন ; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ প্রাচুর্য দানকারী, সর্বজ্ঞানী। (২:২৬২)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আই:) উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে বলেন, "৩০শে জুন, ১৯৯২ তারিখে জামা'তের একটা আর্থিক বছর শেষ হয়েছে এবং ১লা জুলাই, ১৯৯২ থেকে আরেকটি নূতন অর্থ বছর শুরু হয়েছে।"

হুযূর (আই:) বলেন, "আমি আপনাদের সামনে গত বছরের আয় সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরতে চাই। আমাদের কতিপয় তাহরীকের বছর বিভিন্ন সময়ে শুরু হয়। যেমন ধরুন তাহরীকে জাদীদের বছর শুরু হয়েছে ১লা অক্টোবর, ১৯৯২ থেকে এবং ওয়াকফে জাদীদের আর্থিক বছর শুরু হয়েছে ১লা জানুয়ারী, ১৯৯২ থেকে। কিন্তু সারা বছরের আয়ের হিসাব দিতে গিয়ে এ তাহরীকগুলো থেকে প্রাপ্ত আয়কে জামা'তের আর্থিক বছরের মধ্যেই হিসেব করা হয়েছে, ঐ তাহরীকগুলোর বছর যখন থেকেই শুরু হোক না কেন।" এ বিষয়ে বলার আগে হুযুর (আই:) শুরুতে পঠিত আয়াতে করীমার সংক্ষিপ্ত তফসীর পেশ করেন। "আল্লাহ্‌ বলেন, যেসব মানুষ আল্লাহ্‌ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য তাদের সম্পদ ব্যয় করে তারা এর প্রতিদান কামনা করে। এখানে আল্লাহ্‌ তা'লার সন্তুষ্টি এক বচনে বুঝান হয় নি বরং একে বহু বচনে বুঝানো হয়েছে যাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা বিভিন্ন পন্থায় তাদের সম্পদ ব্যয় করে থাকে এবং এই আশা করে যে, এর মধ্যে যে

কোনটিতে তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হবে।" "তাদের মালী কুরবানীর আরো একটি উদ্দেশ্য থাকে অর্থাৎ তাদের নিজ নিজ আত্মাকে শক্তিশালী করার। তারা তাদের কুরবানীতে দৃঢ় সংকল্প ও অটল থাকে। তাদের বিষয়টি উচুস্থানে অবস্থিত একটি বাগানের ন্যায় যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলেও তাতে কোন ক্ষতির কারণ থাকে না কেননা অতি শীঘ্র অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি নীচে গড়িয়ে পড়ে। এথেকে দ্বিগুণ ফল লাভ হয়। যদি এতে অধিক বৃষ্টি হয় বা শিশির কণাও ঝরে তাতেও সুফলদায়ক হয়।"

উপরে বর্ণিত আয়াতে করীমায় মাত্র দু'টি উদ্দেশ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হলো আল্লাহ্‌ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন এবং অপরটি তাদের আত্মাকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করা।

অন্যত্র আল্লাহ্‌ বলেন, "তারাই বিশ্বাসী, যারা তাদের সুসময়ে ও দুঃসময়ে উভয় সময়ে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে"। এ দুটি উদ্দেশ্যই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং যথাসময়ে আল্লাহ্‌ তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন।

আল্লাহ্‌ বলেন, "যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাদের সম্পদ থেকে খরচ করে, তাদের বিষয়টি সেই শস্যের মত যার সাতটি শীষ জন্মায় এবং সে সাতটি শীষের প্রত্যেকটি থেকে একশটি শস্যদানা জন্মায় আর আল্লাহ্‌ যার উপর সন্তুষ্ট তাকে বহুগুণে বর্ধিত করে দেন।" (২:২৬২)

হযরত আব্বাস (আইঃ) বলেন, "যখন আমি এ আয়াতসমূহের গভীরে যাই এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সময়কার চাঁদার সাথে বর্তমান চাঁদার পরিমাণের তুলনা করি তখন দেখি এ বাগান সাতশ' অতিক্রম করে সাতশ' এর অধিক গুণ ফল দান করছে।

হুযুর (আইঃ) বলেন, "হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর যুগে তার যেসব সাহাবী এমন কি দুই পয়সা দান করেছেন। তাদের মাঝে অনেকের জীবিকা নির্বাহ হতো অতি কষ্টে যদি আজ তাদের সন্তান সন্ততির খোঁজ নেন তাহলে দেখা যাবে তারা এতটা সম্পদশালী হয়েছেন যে, তাদের একজনেই মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর যমানার প্রাপ্ত জামা'তের সম্পূর্ণ চাঁদার অধিক দেয়ার ক্ষমতা রাখেন। শুনুন—যদি তারা তাদের সমস্ত সহায় সম্পদও দান করে, তবে তারা কুরবানীর ঐ মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারবে না, যা তাদের পূর্ব পুরুষেরা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর যমানায় দু' পয়সা দান করে অর্জন করেছিল। তারা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আল্লাহতা'লার রেযামন্দি (সন্তুষ্টি) হাসিল করেছিল।

যে শীষ সাতশত শস্য দানা জন্মায়, তা তার মর্যাদায় অসাধারণ এবং অত্যন্ত শক্তিশালী যাকে কোনভাবেই পেছনে রেখে অবজ্ঞা করা যায় না। যে শীষ সাতশত শস্য দানা উৎপন্ন করে এবং আল্লাহ্‌ চাইলে তাকে সকল আশীষ বর্ষণে বহুগুণে বর্ধিত করে দেন।

আজ যারা মালী কুরবানী করেন এবং বড় বড় অংক চাঁদা দিয়ে থাকেন তাদেরকে অবশ্যই তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে স্মরণ করতে হবে; কেননা তাদের কুরবানী তাদের পূর্ব পুরুষদের রোপিত শস্যবীজ যা আজ ব্যাপক ফল দান করছে।

আজ স্তম্ভিত হতে হয় যে, একশ' বছরে একটা জামা'ত আর্থিক কুরবানীতে এতটা উচ্চ শিখরে দণ্ডায়মান!

হযরত খলীফাতুল মসীহ (আই:) এভাবে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা দিয়ে বিগত বছরে কতিপয় জামা'তের মালী কুরবানীর হিসাব উপস্থাপন করেন:

হযরত আকদাস (আই:) বলেন, "আল্লাহ্‌র ফযলে জামা'তের লাযেমী চাঁদা অর্থাৎ চাঁদা আম, ওসীয়্যাতের চাঁদা এবং সালানা জলসার পরিমাণ পা: ৫১ ৯০ ৮৮৮/ যা পাকিস্তানী মুদ্রায় পা: রুপী ২৪ ৬১ ৯০ ৩৮০/ (চব্বিশ কোটি একষট্টি লাখ নব্বই হাজার তিনশত আশি রুপী দাঁড়িয়েছে।)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ:)-এর যমানায় সারা বছরে হাজারের উপর যেত না, অথচ আজ তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে পা: রুপী ২৪ ৬১ ৯০ ৩৮০/-। এ ছাড়া আমাদের আরও কতগুলো তাহরীক রয়েছে—যেমন তাহরীকে জাদীদ, ওয়াকফে জাদীদ এবং ভারতের শত-বার্ষিকী জুবিলী ফাণ্ড। এ সব খাতে চাঁদার পরিমাণ উনিশ লাখ ষাট হাজার পাউণ্ড যা পাকিস্তানী ন কোটি আটাশ লাখ অষ্টাশি হাজার আটশত একান্ন রুপীর সমান। এতদ্ব্যতীত সদকা, যাকাত, ঈদ ফাণ্ড, ফিতরানা ইত্যাদি খাতে পা: ১,৩৫,৭৪২/- অর্থাৎ পাক রুপী চৌষট্টি লাখ ত্রিশ হাজার আটানব্বই আদায় হয়।

১৯৫৩ সালে যখন আমাদের জামাতের বিরুদ্ধে মোখালেফাত হয়—তখন জামাতের বাজেট ছিল পঁচিশ লাখ রুপী। একজন বিরুদ্ধবাদী অনুশোচনা ও দুঃখের সাথে বলে যে, আমরা আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে অকৃতকার্য হয়েছি এবং এ জামাত প্রত্যেক বছর পঁচিশ লাখ রুপী চাঁদা দেয়। আজ আমরা বিরুদ্ধবাদীগণের ধারণারও বাইরে চলে গেছি। জামাত প্রত্যেকটি বিষয়ে আজ এগিয়ে যাচ্ছে। সবকিছু মিলিয়ে প্রায় চুয়াল্লিশ কোটি রুপী চাঁদা আসছে।"

হুযুর আকদাস (আই:) বলেন, "যখন আল্লাহ্‌ খেলাফতের আসনে বসান তখন এক খুতবায় আমি বলেছিলাম প্রত্যেকটা পরীক্ষা ও বিরোধিতার পর জামাত বিজয়ের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। যদি আমরা হাজার রুপী আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করি, তাহলে আমরা বিরোধিতার মুখে লাখে পৌঁছাই আবার বিরোধিতা ও অত্যাচারে কোটিতে পৌঁছাই এবং এমনিভাবে আমাদের কুরবানী কয়েক কোটিতে পৌঁছে।"

এখন যে হিসাব আমার কাছে রয়েছে তা' ৪৪ (চুয়াল্লিশ)টি জামাতের। পৃথিবীতে বর্তমানে ১২৬টি জামাত রয়েছে—তার মধ্যে অনেকগুলো নতুন এবং তাদের হিসাবাদি সুশৃংখল নিয়ম কানুনের দিক থেকে তাদেরকে ঠিক করতে কিছুটা সময় লাগবে। ক্রমান্বয়ে তারা এসব নিয়মকানুনের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তাদের দেয় চাঁদার পরিমাণও বাড়বে।

পাকিস্তান ছাড়া যে সব দেশের একটা তুলনামূলক হিসাব দিতে চাই—তাদের মধ্যে ১৫ (পনর)টি দেশ অগ্রগামী। তাদের চাঁদা দেয়ার অগ্রগতি ও মালী কুরবানী এতই বেড়ে যাচ্ছে যে, তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। এক্ষেত্রে জার্মানী সবার উপরে। এক বছরে তাদের চাঁদার পরিমাণ পাউণ্ড ১০,৫২,৭৯৭/- অর্থাৎ পাক রুপী ৪,৯৮,৭০,০০০/- কয়েক বছর আগেও দুনিয়ার সবগুলো জামাতকে একীভূত করা যায় নি। আর আপনারা যদি ১০ থেকে ১৫ বছর পিছনে তাকান—তাহলে আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, জার্মানী এত স্বল্প সময়ে কুরবানীর কতটা উঁচু মোকামে পৌঁছেছে।

আমেরিকা ২য় স্থানে এবং অত্যন্ত দ্রুত উন্নতি করছে। আমেরিকার জামাত যদিও বা জার্মানী থেকে এ ব্যাপারে পেছনে পড়ে রয়েছে তথাপি তারা তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করার বিষয়টাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছে। আমেরিকা জামাতের চাঁদার পরিমাণ পাঃ ষ্টাঃ ৫,০১,২৩০/-। আমেরিকার পরিবর্তন বিস্ময়কর ব্যাপার। ১৪/১৫ বছর আগেও আমেরিকার জামাতকে বাইরের সাহায্যের উপর ভরসা করতে হতো। আজ আল্লাহ্‌র ফযলে আমেরিকার জামাত এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তারা অন্যদেরকে সাহায্য করতে পারে যদিও এ অবস্থা তাদের সম্পদের দিক থেকে খুবই অল্প। যুক্ত রাজ্যের অবস্থান তৃতীয় কিন্তু আমেরিকার খুবই কাছাকাছি। তাদের চাঁদার পরিমাণ পাঃ ষ্টাঃ ৪,৮৮,৫৭৫/-। যদি তারা আরেকটু প্রচেষ্টা চালায়—তাহলে তারা আমেরিকাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে।

ইন্দোনেশিয়া গত কয়েক বছর ধরে ভাল অবস্থায় রয়েছে। তাদের অবস্থান চতুর্থ এবং তাদের চাঁদার পরিমাণ পাঃ ষ্টার্লিং ৩,১০,১১৭/-। কানাডা পঞ্চম এবং তাদের চাঁদার পরিমাণ পাঃ ষ্টাঃ ২,৮৫,৫৬৩/-। ঘানা ষষ্ঠ এবং তাদের চাঁদার পরিমাণ পাঃ ষ্টাঃ ৭১,৮৩২/- হুযুর আকদাস (আইঃ) বলেন, "ঘানা জামাতের জন্য আপনারা বিশেষভাবে দোয়া করবেন। এটা একটা গরীব দেশ। এক সময় এ দেশটাকে 'গোল্ড কোষ্ট' বলা হতো। যদিও তারা কুরবানীর ক্ষেত্রে বিশেষ তেজদীপ্ত। তারা অত্যন্ত সহজ সরল নিষ্ঠাবান এবং আহমদীয়াতের জন্য তাদের গভীর ভালবাসা রয়েছে।

মরিশাস জামাত অত্যন্ত কর্মতৎপর জামাত এবং তারা পাঃ ষ্টাঃ ৭১,৬৩৯/- চাঁদা আদায় করে সপ্তম স্থানে রয়েছে। তারপর ভারত অষ্টম স্থানে। তারা অগ্রগতিতে অতীতে পেছনে পড়ে গিয়েছিল কিন্তু বর্তমানে তাদের মাঝে জাগরণ এসেছে। ইনশাল্লাহ্‌ ভারতের জামাতগুলো শীঘ্রই হৃত গৌরব অর্জন করে অগ্রবর্তী হবে।"

হুযুর (আইঃ) বলেন, "কাদিয়ানের জন্য আমাদের বিশেষ আবর্ষণ ও শ্রদ্ধা রয়েছে। এ মাটিতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। এ জায়গা থেকেই আহমদীয়াত তথা ইসলামের বাণী প্রচারিত হয়েছে।"

"নরওয়ে একটা অগ্রবর্তী জামাত। চাঁদা আদায়ের দিক থেকে এরা নবম স্থানে তারপর জাপান দশম স্থানে, সুইজারল্যাণ্ড একাদশ স্থানে, বাংলাদেশ দ্বাদশ এবং সুইডেন ত্রয়োদশ স্থানে। নাইজেরিয়ার স্থান চতুর্দশ। নাইজেরিয়া একটি সম্ভাবনাময় ধনী দেশ। ঘানা এবং আফ্রিকার অন্যান্য দেশের চাইতে নাইজেরিয়ার আহমদীরা অবস্থাপন্ন। নাইজেরিয়ান জামাত যেন মালী কুরবানীর ব্যাপারে অন্যান্যদের অনুসরণ করতে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। হল্যাণ্ড পঞ্চদশ অবস্থানে রয়েছে। হল্যাণ্ড ইউরোপীয়ান জামাতগুলোর মত চাঁদা প্রদানে উদ্যমী ও আন্তরিক।"

হুযুর (আইঃ) পুনরায় আমেরিকান জামাতের কথা উল্লেখ করে বলেন, "আমেরিকায় এমন কিছু অবস্থাপন্ন সদস্য রয়েছেন—যদি তারা তাদের সম্পদের উপর সঠিকভাবে চাঁদা দেন তাহলে তারা আমেরিকাকে কুরবানীর প্রথম সারিতে নিয়ে আসতে পারেন।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, চাঁদার পরিমাণ বাড়ানোর একটা বিশেষ দিক হচ্ছে, আপনাকে আন্তরিকতার সাথে বার বার আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা ও অগাধ বিশ্বাসকে স্মরণ করাতে হবে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে আমাদেরকে তালীম ও তরবীয়তের বিষয়টি জোরদার করতে হবে। ইসলামী আকীদাসমূহ শিখানোর জন্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। খোদার প্রেম ও খোদার সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন এবং নামায কায়েম করা এসব বিষয়গুলো মূলতঃ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে জোরদার করার উপর নির্ভরশীল। মালী কুরবানীর বিষয়টি প্রত্যেকের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছাতে হবে। যখন কোন বান্দা খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তার অন্তর খোদার প্রেমে ভরপুর হয়ে উঠে—তখন সে নিজে নিজেই খোদার পথে কিছু খরচ করতে চায় যাতে সে তার সৃষ্টি কর্তার রেযামন্দি (সন্তুষ্টি) অর্জন করতে পারে। স্মরণ রাখতে হবে, যখনই আপনারা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে জোরদার করতে চাইবেন তখন অবশ্যই বান্দার সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্ককে জোরদার করার চেষ্টা চালাতে হবে।

তৃতীয়তঃ সততা এ ব্যবস্থার মেরুদণ্ড। যদি সততা ও সাধুতা না থাকে তাহলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঠিকভাবে কাজ করে না। এটা অকৃতকার্যতায় পর্যবসিত হয়। যদি আপনি মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা হারান তাহলে আপনি কৃতকার্য হবেন না। আপনাকে অবশ্যই মানুষের আস্থা অর্জন করতে হবে। যদি তারা জানে যে, যাদের কাছে তারা চাঁদা দেয়, তারা দিয়ানতদার ও বিশ্বাসী এবং তাদের দেয় চাঁদা অনর্থক ব্যয় হচ্ছে না—তাহলে তারা খোলা মনে চাঁদা দিতে দ্বিধাবোধ করবে না।

জামাতের উন্নতির গূঢ়রহস্য হলো সততা। এ অবস্থার মান বজায় রাখতে আমাদের অডিট বিভাগকেও সাথে সাথে কাজ করতে হবে। এটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তসরুফের সুযোগ দূরীভূত করবে। আল্লাহ্‌র ফযলে লাখ লাখ আহমদী রয়েছে যারা নিয়মিত চাঁদা দিচ্ছেন। তাদের মধ্যে খুব কমই আছেন যারা এ অভিযোগ তোলেন যে, তাদের চাঁদা অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা হয়েছে। জামাতকে অবশ্যই সততার উচ্চমার্গে অধিষ্ঠিত থাকতে হবে। যদি এতে কোন শিথিলতা হয়। তাহলে কৃতকার্যতা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া যাবে না।"

সবশেষে হুযুর (আইঃ) বলেন, আল্লাহ্‌তা'লার কাছে সর্বদা দোয়া করতে হবে যে আল্লাহ্‌ যেন আমাদের সততার মর্যাদা সমুন্নত রাখেন, তাঁর রাস্তায় আমাদের সবকিছু কুরবানী করার শক্তি দেন।

আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের মালী নেযামকে সুদৃঢ় করুন এবং মোবারক করুন। আমীন!

ইমাম মাহদীর (আঃ) বিরোধিতা কেন?

আলহাজ্জ আহমদ সেলবর্ষী

বিরোধিতা আল্লাহ্ প্রেরিত পুরুষের সত্যতার প্রধান লক্ষণ। পৃথিবীতে এমন কোন নবী বা রসূলের আগমন হয় নি যার বিরুদ্ধে সমসাময়িক শাসকবৃন্দ এবং মোল্লা পণ্ডিতেরা দণ্ডায়মান না হয়েছে।

বলা হয়েছে ইযা খারাজা ইমামুল মাহদীউ ফালাইসালাহু আহুবুমমুবিনুন ইল্লাল ফুকাহাউ খায়াস্ সাতান ফাইন্নাহু লা ইয়াবকালাহু রিয়াসাতুন (ফতুহাতে মক্কিয়া)—অর্থাৎ ইমাম মাহদী যখন আবির্ভূত হবেন তখন সমসাময়িক আলেমরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবেন কারণ তাঁর আগমনের ফলে ওদের কায়েমী স্বার্থ নষ্ট হয়ে যাবে। আহমদী জামা'তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মোখালেফ মৌলানা মৌদুদী স্বীকার করেছেন যে, ইমাম মাহদীর (আঃ) বিরুদ্ধে মৌলবী ও সুফী সাহেবগণই চীৎকার শুরু করবে (ইসলামে রেনেসাঁ আন্দোলন, ২৬ পৃঃ)।

মৌলানা মৌদুদী অন্যত্র লিখেছেন, "মোট কথা প্রত্যেক নবীর দাওয়াত শুনিয়া সেই যুগের লোকেরা শুধু এই কথাই বলিয়াছে, তোমরা যাহা বলিতেছ তাহা আমাদের বাপ দাদার নিয়মের বিপরীত। কাজেই আমরা উহা মানিতে পারি না (মুসলমান কাহাকে বলে, ১৫ পৃঃ)। তিনি আরো বলেন, "সব যুগে এইরূপই হইয়া আসিয়াছে। যখন কোন নবী পয়গম্বর দুনিয়ার মানুষকে সত্য পথ ও সঠিক আদর্শে পরিচালিত করার জন্য চেষ্টা চালাইয়াছেন, তখন সমস্ত শয়তানী শক্তি তাঁহার এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে (তফহিমুল কুরআন, ৩য় খণ্ড, ১৭১ পৃঃ)।

মৌদুদী সাহেব লিখেছেন, "বস্তুতঃ দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ কখনই কুসুমাস্তীর্ণ হইয়া থাকে নাই, প্রকৃত ঈমান আনিয়া কেহই শান্তির ক্রোড়ে দিন কাটাইতে পারে নাই (তঃ কোঃ ১খণ্ড, ১৬২ পৃঃ)। তিনি বলেন, এই অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত না হইলে সব খাঁটি অখাঁটি লোকই নবীর চতুর্দিকে জামায়েত হইয়া যাইত। আর দীনের সূচনাই হইত এক অপরিহার্য লোকদের জমায়েত দ্বারা (ঐ, ১০ খণ্ড, ১৬ পৃঃ)। মৌদুদী সাহেব এও বলেছেন যে, পূর্ববর্তীদের বিরোধিতা এবং বর্তমান কালের লোকদের বিরোধিতার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে, আর তা হল, "যদি কোন পার্থক্য থাকিয়াই থাকে তাহা হইলে শুধু এতটুকুই যে সেকালের লোকেরা গণতন্ত্রের দোহাই দিত না। আর একালের শয়তানরা তাহাদের সব স্বৈরাচারের সঙ্গে ইহারও নাম লইয়া থাকে (ঐ, ৬ খণ্ড, ১০৮ পৃঃ)।

মৌদুদী সাহেবের শিষ্য গোলাম আযম সাহেবও লিখেছেন, এ পরীক্ষা ছাড়া এমন লোক যোগাড় সম্ভব নয় যারা ইসলামকে কায়েম করার যোগ্য (ইকামতে দীন, ৬৩ পৃঃ)।

তিনি আরো লিখেছেন, বাতেল শক্তি ও কায়েমী স্বার্থের এ বিরোধিতা ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী হয়। এ বিরোধিতার ফলে এ আন্দোলনে ভীরু ও কাপুরুষ জাতীয় লোক আসতে সাহস পায় না (ঐ)।

৭৫ বৎসর বয়স্ক এই আহমদীকে মসজিদে নামায পড়ে ঘরে ফেরার পথে মোল্লারা 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে হত্যা করে।

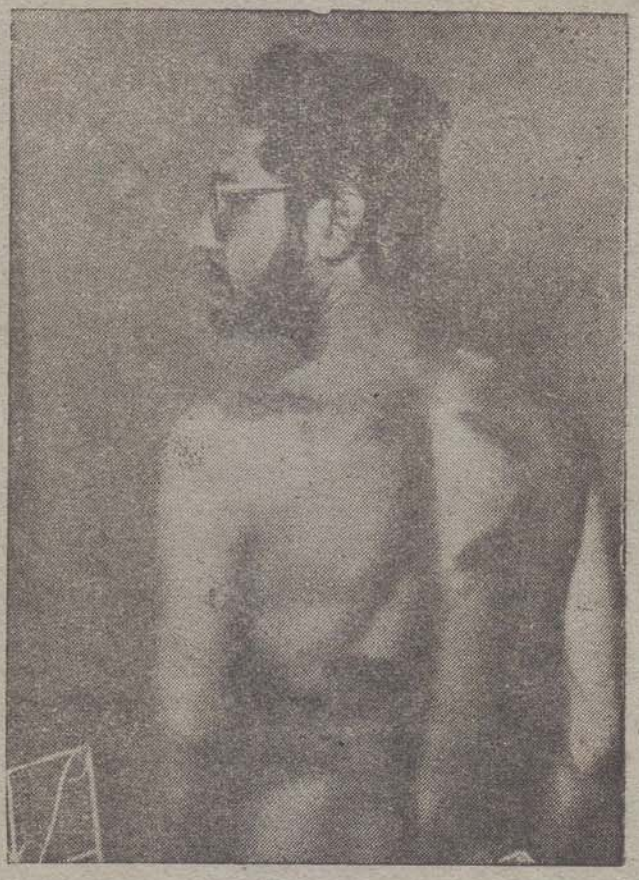

এই কুরআনে হাফেয আহমদীকে কুরআন পড়ার মহা অপরাধে বেত্রাঘাত করা হয়।

পাকিস্তানী আহমদীদের এই কুরবানীর ফলে আজ আহমদী জামাত পৃথিবীর ১২৭টি দেশে হাজার হাজার শাখা বিস্তার করে প্রসারিত হয়েছে। মৌলানা আকরাম খাঁন লিখেছিলেন "বিপদ আল্লাহ্‌র দান, আঘাত ও বেদনা স্বর্গের আশীর্বাদ। মাটি ততক্ষণ পর্যন্ত ইট হইতে পারে না যতক্ষণ না দলিত মথিত হইতে অগ্নি কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইতে স্বীকৃত হয় (মোস্তফা চরিত, ৪১৫ পৃঃ)।

পাকিস্তানে আহ্‌মদীদের মসজিদ থেকে কলেমা মিটিয়ে দেয়া হচ্ছে।

পাকিস্তানে আহ্‌মদীদের মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

পাকিস্তানে ভুট্টো এবং জিয়ার শাসন কালে আহমদীদের বহু মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা বহু ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া হয়। বহু দোকান এবং কল কারখানা লুট করা হয়। বহু আহমদীকে কলেমা ও কুরআন পড়ায় অপরাধে জেলে দেয়া হয়। 'সালাম' বলার কারণে জরিমানা করা হয়। বিসমিল্লাহ, ইনশাল্লাহ্‌ বলার মহা অপরাধে জেল জরিমানা করা হয়। কুরআন বাজেয়াপ্ত করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়। অসংখ্য নারী পুরুষকে হত্যা করা হয়। চাকুরী থেকে অপসারণ করা হয়। কবর থেকে আহমদীদের লাশ বের করে ফেলে দেয়া হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে অত্যাচারের এহেন নজীর পাওয়া যাবে না। কিন্তু এতসব সত্বেও পাকিস্তানে আহমদীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিবেকবান মানুষ এহেন অবস্থা দেখে বুঝতে পারছে যে, সত্য কোন্‌ দিকে। নবী রসুল এবং ধর্মের ইতিহাসে অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত এই দুটি দলই দেখতে পাওয়া যায়। যারা অত্যাচার করে তারা ধর্মগ্রন্থে অবিশ্বাসী রূপে চিহ্নিত। আর যারা অত্যাচারিত হয় ধর্মের ইতিহাসে তারা বিশ্বাসী, ধার্মিক এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নবীর জামা'তরূপে পরিচিত। নবী বা নবীর জামা'ত কখনও অত্যাচার করেন না। তারা সত্যের জন্য হাসতে হাসতে জীবন উৎসর্গ করেন। ঈমানের জন্য সব কিছু পরিত্যাগ করেন। প্রয়োজনে মাতৃভূমি ছেড়ে, আপনজন ছেড়ে হিজরত করেন। কাফেররা যুলুমের পথ বেছে নেয়, আর মোমেনরা নির্যাতন সহ্য করেও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন,। পাকিস্তানে সরকারের সমর্থনে মোল্লাদের এই যুলুম চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বে মক্কার কোরেশদের চরিত্রকেই জগতের সামনে উপস্থাপন করে। আজ অসংখ্য বিলাল পাকিস্তানে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। তাই অগণিত মযলুমের কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হচ্ছে—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ধ্বনি। তারা এই পবিত্র কলেমা পাঠ করার অপরাধে দিনের পর দিন কারাগারে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করছেন।

ইনি একজন প্রখ্যাত চক্ষু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক। আহমদী হওয়ার অপরাধে তাঁকে হত্যা করা হয়।

কিন্তু না, এত যুলুম এত অত্যাচার অবিচার সত্বেও পাকিস্তানে আহমদীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। পাকিস্তানে সবাই যে অত্যাচারী তা কিন্তু নয়। সেখানে ভাল লোকও আছে তবে তারা দুর্বল। দুটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

একবার এক মৌলবী জনৈক আহমদীকে 'সালাম' বলার অপরাধে ধরে থানায় নিয়ে যায়। দারোগা বলেন, 'সালাম বা শান্তি কামনা করায় অপরাধ কি হয়েছে? মৌলবী বলল, আহমদীরা কাফের, তাই আমার জন্য শান্তি কামনা করে সে অপরাধ করেছে। এর শাস্তি হওয়া উচিত।' দারোগা বল্লেন, 'ঠিক আছে আমি তাকে শাস্তি দেব, তবে এবার নয়, পরবর্তিতে। এরপর ঐ আহমদীকে বল্লেন, "দেখুন আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি ভবিষ্যতে কোন মৌলবীকে আর সালাম

বলবেন, না। বলবেন, তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র লানত। ভবিষ্যতে যদি সালাম বলেন তাহলে আমি আপনাকে জেলে পাঠিয়ে দেব।''

একবার মৌলবীরা পুলিশ নিয়ে আহমদী মসজিদে কলেমা মিটাতে আসে। কিন্তু কোন পুলিশই নিজ হাতে কলেমা মিটাতে রাজী না হওয়ায় একজন খৃষ্টানকে ডেকে আনা হল। ঐ খৃষ্টান বলল, 'আমি পাদ্রীকে জিজ্ঞেস না করে এ কাজ করতে পারব না।' সে পাদ্রীকে গিয়ে ঘটনা জানাল। পাদ্রী বললেন, ''কলেমার প্রথম অংশ মিটাবে না। কারণ সেখানে ঈশ্বরের কথা আছে। দ্বিতীয় অংশ মিটাতে পার। কারণ সেখানে মোহাম্মদের নাম আছে। আমরা মোহাম্মদকে সত্য নবী বলে স্বীকার করি না।'' শেষ পর্যন্ত মৌলবীরা নিজ হাতে আলকাতরা দিয়ে পবিত্র কলেমা মিটিয়ে ফেলে। এই হল পাকিস্তানী মোল্লা মৌলবীদের চরিত্র। এরা ধর্মের নামে সব করতে পারে।

বহু আগে মৌলানা মওদুদী বলেছিলেন, ''জনাব মৌলবী সাহেব আর জনাব পীর সাহেব কেবলা কি বলিতেছেন.....এসব মাত্রই দেখিবে না এবং সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না (মুসলমান কাহাকে বলে, ২৭ পৃঃ)। তিনি বলেছিলেন, ''যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম হিসাবে পেশ করিতেছে, তাহার সম্পর্কে হালকাভাবে বলিয়া দেওয়ার তোমার কোনই অধিকার নাই যে, সে কেবলমাত্র প্রাণ বাঁচাইবার জন্যই এইরূপ করিয়াছে। (তঃ কোঃ ২ খণ্ড, ১৯২ পৃঃ)। তিনি লিখেছিলেন, ''কোন ব্যক্তিকে ইনসাফের শর্ত মুতাবেক আদালতে অপরাধী প্রমাণ না করিয়াই অমনি গ্রেফতার করিয়া জেলে আটক করিয়া রাখা বেঈমান শাসকদের অতি প্রাচীন রীতি। এই ব্যাপারেও আজিকার শয়তানরা চার হাজার বৎসর পূর্বের দুষ্ট লোকদের হইতে স্বতন্ত্র কিছু নয়। ঐ, ৬ খণ্ড, ১০৮ পৃঃ)।

কিন্তু আফসোস! এই মওদুদী সাহেবই শেষে ক্ষমতার লোভে এবং বিদেশী শক্তির অর্থে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে তার কথিত নীতিকে বিসর্জন দিয়ে অত্যাচারের চরম পথ অবলম্বন করেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আব্দুল গাফফার চৌধুরী তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন, 'পাকিস্তানে কোন সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। পঞ্চাশের দশকে কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন সৃষ্টি দ্বারা এই বিরোধ তৈরী করেন জামাতে ইসলামীর নেতা মওলানা মওদুদী।.....এই দাঙ্গা সম্পর্কে তদন্তে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, কাদিয়ানী বিরোধী ইশ্‌তেহার গুলো জামাত সউদী আরবের অর্থে প্রকাশ করে, এমন কি এই প্রচার কার্যে আমেরিকার দূতাবাসেরও যোগসাজস ছিল (বাংলার বাণী, ১০ এপ্রিল, ১৯৯২)।

আহমদী জামাত আল্লাহতা'লার প্রতিষ্ঠিত জামাত। এই জামাতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার হোক সৌদী রাজতন্ত্র হোক বা আমেরিকাই হোক কেউই জয়যুক্ত হবে না। কারণ আল্লাহতা'লা যাকে রক্ষা করেন তাকে কেউই ধ্বংস করতে পারে না।

মরে না মরে না কভু সত্য যাহা
শত শতাব্দীর বিস্মৃতির তলে,
নাহি মরে উপেক্ষায়,
অপমানে না হয় অস্থির,
আঘাতে না টলে।

আসলে তাই। সত্য কখনো মরে না, ধ্বংস হয় না। আহমদী জামাত বিগত একশত বৎসর যাবৎ অপমান এবং আঘাত সহ্য করে, অত্যাচার, অবিচার নির্যাতন, নির্বাসন সহ্য করেও ক্রমাগতভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। কোন শক্তিই এই ঐশী জামাতকে ব্যর্থ করতে পারেনি। ভবিষ্যতেও পারবে না। যারা এই এলাহী জামাতকে ধ্বংস করতে চাইবে তারাই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবে।

সংবাদ

সাল্লে'আলা নাবীয়্যেনা সাল্লে'আলা মুহাম্মাদীন

সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসার আয়োজন করুন ঃ

মহান রবিউল আউয়াল মাস এসে গেছে। এ মাসে আমাদের প্রিয় নবী 'রাহমা-তুল্লিল আলামীন' হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রত্যেক জামাতকে এ মাসে বেশী বেশী সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসার আয়োজন করে হুযূর (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এসব জলসাতে গয়ের জামাতের লোক ছাড়াও অন্যান্য লোকদেরকে বক্তা ও শ্রোতা হিসেবে দাওয়াত দেয়া প্রয়োজন। জলসা শেষে খাকসারের নিকট সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট প্রদানের জন্যে অনুরোধ করছি। জলসা সম্ভব হলে হালকায় এমন কি বাড়ী বাড়ী পর্যন্ত করা যেতে পারে।

ত্রৈমাসিক রিপোর্ট প্রসঙ্গে ঃ

স্থানীয় জামাতের কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের কার্য-ক্রমের একটি রিপোর্ট তিন মাস অন্তর অন্তর নির্ধারিত ফরমে এখানে প্রেরণ করেন। ত্রৈমাসিক রিপোর্ট ফরম ইতোমধ্যে জামাতে সরবরাহ করা হয়েছে। যারা এখনও পাননি তারা লোক মারফত অত্র অফিস থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। প্রত্যেক জামাতই হয়ত অনেক প্রশংসনীয় কাজ করে থাকেন। কিন্তু রিপোর্টের অভাবে আমরা তা জানতে পারি না এবং দোয়ার জন্য হুযূর (আইঃ)-এর নিকট পেশ করতে পারি না। তাই রীতিমত রিপোর্ট পাঠাতে ভুল করবেন না।

পাক্ষিক আহমদীর চাঁদা পাঠান ঃ

পাক্ষিক আহমদীর বছর ১লা জুলাই থেকে শুরু হয়েছে। কিন্তু বর্তমান বছরের চাঁদা এখনও অনেকেই আদায় করেন নি। পাক্ষিক আহমদীর গ্রাহকদের নিকট থেকে ৭২/- টাকা চাঁদা গ্রহণ করে নাম ও ঠিকানাসহ ব্যাংক ড্রাফট মারফত টাকা এখানে পাঠিয়ে দেয়ার জন্যে অনুরোধ করা যাচ্ছে। জুমুআর খোতবায়ও এ দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অনুরোধ করছি।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর

যুক্তরাজ্যে জামাতের ২৭তম জলসা সালানা বিরাট সাফল্য ও বরকতের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ)

৩১শে আগষ্ট '৯২ ইং বিকাল ৫টার সময় (স্থানীয় সময়) হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) তিনদিন ব্যাপী এই মহতি জলসার উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী ভাষণে হুযূর (আইঃ) জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষকে ইসলাম তথা তৌহীদের (আল্লাহর একত্ববাদ) দিকে আহ্বান করে বলেন যে, আজ পৃথিবীর সকল সমস্যার সমাধান একমাত্র তৌহীদের ছায়াতলে সম্ভব। সকল প্রকার অস্বস্তি তৌহীদ (আল্লাহ্‌র একত্ববাদ) থেকে দূর হয়ে যাওয়ার কারণে।

এবারের জলসার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, ডিস এন্টিনার মাধ্যমে সমগ্র ইউরোপ এবং এদিকে জাপান, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হুযূর (আইঃ)-এর বক্তৃতা-সমূহ টেলিভিশনের মাধ্যমে সম্প্রচার করা হয়েছে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ (আঃ)-এর প্রতি নাযেলকৃত আল্লাহ্‌র বাণী "মায় তেরি তবলীগ কো যমীন কে কিনারোঁ তাক পৌঁহুচাউংগা"—আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব" এর এক অপূর্ব বিকাশ ঘটেছে। আলহ্‌মদুলিল্লাহ্‌।

জলসার দ্বিতীয় দিবসে হুযূর (আইঃ) বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অগ্রগতির কিছু রূপ রেখা বর্ণনা করেন, যাতে করে প্রমাণ হয় যে, সমূহ বাধা-বিপত্তি, বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহ দিবা নিশি জামাতকে দ্রুত বিজয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দৈনিক আল ফযল পাত্রিকা এবং ভি ডি, ও ক্যাসেট অবলম্বনে হুযূর (আইঃ)-এর দ্বিতীয় দিবসের বক্তৃতা থেকে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা এখানে আপাততঃ সংক্ষেপে তুলে ধরা হল। বিস্তারিত বিষয় পরে প্রকাশ করা হবে ইনশাল্লাহ।

বিগত এক বছরে আরো ৪ (চারটি) দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। এ নিয়ে এখন মোট ১৩০টি দেশে আহমদীয়াতের পতাকা উড্ডীন হল।

১৯৮২ ইং সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর খেলাফত আরম্ভের পূর্বে মোট ৮৭টি দেশে আহমদীয়াতের বিস্তার ঘটেছিল। অতঃপর এ যাবৎ বিগত দশ বছরে ৪৩টি দেশে আহমদীয়াতের বিস্তার ঘটছে।

এ বছর ৫৭৩টি স্থানে আহমদীয়াতের বৃক্ষ রোপিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৩৪২টি স্থানে যথারীতি জামাত কায়েম হয়ে গেছে। আর বিগত দশ বছরে মোট ৩,৮২৪টি নতুন জামাত কায়েম হয়েছে।

গত এক বছরে ৩০৭টি নতুন মসজিদ নির্মিত হয়েছে এবং ৮০টি নির্মাণাধীন রয়েছে [এই সকল পরিসংখ্যান পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে ধরা হয়েছে]। বিগত দশ বছরে ১৪৯০ টি নতুন মসজিদ কায়েম হয়েছে। এই সকল মসজিদের জন্য জামাতের স্ত্রী পুরুষ মিলিতভাবে যে আর্থিক কুরবানী করেছেন তা সোনালী অক্ষরে লেখা এক অপূর্ব ইতিহাস।

আজ থেকে দশ বছর পূর্বে ইউরোপের ৮০টি দেশে ছোট্ট ছোট্ট ১২টি মিশন ছিল আমাদের—আর আজ সেখানে ১৫টি দেশে ৪০টি বিরাট আকারের মিশন হাউস প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

সকল দেশেই "ওকারে আমলের" (নিজ শারীরীক শ্রম) মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকার মজুরের কাজ আহমদীরা নিজেরা সম্পাদন করে থাকেন। এবার জার্মানীর আহমদী ভাইয়েরা তাদের মসজিদ মিশন হাউজের নির্মাণ কাজে ওকারে আমলের ফলে আট লক্ষ মার্ক (প্রায় বাংলাদেশী ৭০ লক্ষ টাকা) কম খরচ করা হয়েছে।

হুযুর (আইঃ) বলেন যে, আজ ৭১২টি মিশন যথারীতি কেন্দ্রের তত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে।

এ বছর সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় অর্থাৎ ১৯৪টি নতুন জামাত সিয়েরালিওনে (পশ্চিম আফ্রিকা) কায়েম হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে ভারত যেখানে ১১৭টি নতুন জামাত এক বছরে কায়েম হয়েছে।

এ বছর ৫০,৭৪৬ জন বয়াত করে এ পবিত্র সিলসিলায় দাখেল হয়েছেন। ১৯৮২ সনে বয়াতের সংখ্যা ছিল মোট ৩,৫৪৭।

'ওয়াকফে নও' এর সংখ্যা দশ হাজারে পৌঁছে গেছে।

এ বছর এক কোটী টাকার বই বিক্রয় হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী আহমদীয়াতের এই অগ্রগতি আহমদীদিগকে 'ইবাদতে ইলাহী', কৃতজ্ঞতা স্বীকার (হামদ) ও দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজে নিজেদেরকে পুরাদমে নিয়োজিত করার আহ্বান দিচ্ছে।

সংগ্রহ : মাওঃ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, সদর মুরব্বী

জরুরী জ্ঞাতব্য

আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গে আমরা আহমদী পত্রিকা নিয়মিত পাঠিয়ে থাকি। যাদের কাছে পত্রিকা প্রেরণ করা হয়ে থাকে তারা দয়া করে নিজেদের নাম ও ঠিকানা লিখে আমাদের কাছে প্রেরণ করুন। যারা নিজেদের নাম ঠিকানা পাঠাবেন না তাদের কাছে পত্রিকা প্রেরণ বন্ধ করে দেয়া হবে। বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী। নির্বাহী সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী

আমাদের ন্যাশনাল আমীর
কৃষিবিদ ফাউণ্ডেশনের '৬৫ এর প্রতীক পেয়ে সম্বর্ধিত হলেন

খনার বচনের মত যার বাণী কৃষকের মুখে মুখে নব কৃষি বিজ্ঞানকে সূত্রবদ্ধ ও জনপ্রিয় করেছেন সেই কাশ্‌কতার মোহাম্মদ মোস্তফা আলী হলেন ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। তাঁকে সহ আরও দুইজন খ্যাতনামা কৃষিবিদ ডাঃ এস, এম, হাসানুজ্জামান ও জনাব এ, এস, এম, কামালউদ্দীনকে গত ২৭শে আগষ্ট '৯২ রোজ বৃহস্পতিবার বিকেলে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে সম্বর্ধনা জানান কৃষিবিদ ইনষ্টিটিউট। এ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে কাশ্‌তকার মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, লাঙ্গলের ফলার সাথে কলমের সৃষ্টিশীল বন্ধনকে জোরদার করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বিবেক রহিত প্রযুক্তি চর্চা, দুর্জনপ্রীতি এবং জ্ঞানবিমুখ নকল বিদ্যা নবীন প্রজন্মসহ সমগ্র সমাজকে "মারামারির স্তর হতে মরামরির স্তরে" নিয়ে যাচ্ছে। এ সামাজিক পরিস্থিতিতে যথেষ্ট খাদ্য মাটতি থাকলেও রাজনৈতিক কারণে মানুষের মৃত্যু রোধ করার পথ নেই। তিনি

বিষয়বুদ্ধি ও বিবেকের ভারসাম্যকর পুনরুজ্জীবনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, সন্ত্রাস ও বিন্যাসের এই শক্তিকেই সৃষ্টির দিকে ধাবিত করতে পারলে সমান গতিতে জাতীয় সংকটমুক্তি সম্ভব হবে। (আহমদী বার্তা)

সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে গত ২৬/৬/৯২ইং আঃ মুঃ জামাত হেলেঞ্চাকুরীতে এক বিরাট জাঁক-জমক পূর্ণ সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসা বিকাল ৩ ঘটিকায় শুরু হয় এবং মাগরেবের নামাযের পূর্বে শেষ হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন খাকসার।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বাল্যকাল থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, ইসলামের বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি বিষয়ের উপরে অত্যন্ত সুগভীর ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন সর্বজনাব মাষ্টার ইসমাঈল হোসেন, দবিরউদ্দিন, মৌঃ মিজানুর রহমান (মোয়াল্লেম), মৌঃ মাহমুদ আহমদ আনসারী (মোয়াল্লেম) ও মাওলানা বশীরুর রহমান (সদর মুরব্বী)। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় দুইশত পঁচিশ জন পুরুষ এবং লাজনা, ও হিন্দু অ-আহমদী ভ্রাতাগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে দোয়া পরিচালনা করেন সদর মুরব্বী সাহেব।

হাকিম উদ্দিন আহমদ, প্রেসিডেন্ট, ডোহাণ্ডা

তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত

গত ৮/৮/৯২ ময়মনসিংহ আঃ মুঃজ : এর প্রেসিডেন্ট জনাব জকিউদ্দিন এর সভাপতিত্বে এক তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব খেলাফতের গুরুত্ব এবং তবলীগ ও অন্যান্য বিষয়ের উপর অত্যন্ত জ্ঞান গর্ভ আলোচনা করেন। জামাতের মেম্বারগণ ছাড়াও বেশ কিছু অআহমদী ভ্রাতা সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির ভাষণের পর দোয়ার মাধ্যমে রাত্র ৯ ঘটিকায় সভার কাজ শেষ করা হয়। হোসেন আহমদ, মোয়াল্লেম

খোদ্দামের খবর

২১তম বার্ষিক ইজতেমার জ্ঞাতব্য

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আগামী ৭, ৮ ও ৯ই অক্টোবর—'৯২ রোজ বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর ২১তম বার্ষিক ইজতেমা দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। উক্ত ইজতেমায় যাতে বেশী বেশী খোদ্দাম ও আতফাল যোগদান করেন সে ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেষ্ট হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করছি এবং ইজতেমার পূর্ণ কামিয়াবীর জন্য সকলের নিকট দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছি। মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সেক্রেটারী, ইজতেমা কমিটি—'৯২

রাজশাহী-১ রিজিওনের ইজতেমা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফযলে গত ১০ ও ১১ই জুলাই '৯২ ইং তারিখে রাজশাহী-১ রিজিওনের পঞ্চম বার্ষিক ইজতেমা আহমদনগর মসজিদ প্রাঙ্গনে অত্যন্ত সুন্দর ও সাফল্যজনক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত ইজতেমায় অত্র রিজিওনের ১৩টি মজলিস থেকে প্রায় ২৮০ জন খোদ্দাম ও আতফাল অংশ গ্রহণ করেন। ১০ই জুলাই বাদ জুমুয়া স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব শরীফ আহমদ-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। ইজতেমার গুরুত্ব এবং কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন ও তাঁর সত্যতা

বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন—যথাক্রমে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ আবুল হাসেম, সহকারী মোতামাদ বাঃ মঃ খোঃ আঃ এবং মৌঃ বশীরুর রহমান, সদর মুরব্বী। এরপরে বিভিন্ন ধরণের খেলাধুলা ও ধর্মীয় জ্ঞানের উপরে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১১ই জুলাই সকাল ৯-৩০ মিনিট থেকে সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব কে, এম, মাহবুব উল ইসলাম, রিজিওনাল কায়েদ রাজশাহী-১। ১ম স্থান অধিকারীর কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর "খেলাফতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব" "এতায়াতে নেযাম" ও "খোদ্দামদের উদ্দেশ্যে নসিহত" প্রভৃতি বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী ও সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী, মৌঃ সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী এবং জনাব মোহাম্মদ আবুল হাসেম, সহঃ মোতামাদ, বাঃ মঃ খোঃ আঃ। অতঃপর সভাপতি সাহেব তার বক্তব্য প্রদান করেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ আবুল হাসেম কর্তৃক আহাদ পাঠ পরিচালনার পর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

রিজিওনাল কায়েদ, রাজশাহী-১

কৃতি ছাত্র-ছাত্রী

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কটিয়াদির সাবেক প্রেসিডেন্ট মরহুম কবিরাজ মোঃ ইজাজুল হক সাহেবের নাতনী ও এডভোকেট আজিজুল হক মিন্টু সাহেবের ১মা কন্যা ইসরাত জাহান সুলতানা বিপ্লব, ১৯৯২ সনের এস, এস, সি, পরীক্ষায় বিজ্ঞানে ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। (আল্‌হামদুলিল্লাহ)।

ভবিষ্যতে যাতে সে আরও অনেক ভাল করতে পারে আর তার দীন ও দুনিয়ার জীবন মঙ্গলময় হয় সেজন্যে সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী। জসীমউদ্দীন, কটিয়াদি

বকশীগঞ্জ কেন্দ্র থেকে ভাই বোনদের দোয়ার বরকতে আমার ছেলে এ, এইচ, এম, জাহিদ মুনীর মানবিক বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করে আমাদের প্রত্যেকের প্রশংসা লাভ করেছে, সে পাঁচ বিষয়ে লেটারসহ ষ্টার মার্ক পেয়েছে।

তার ভবিষ্যত দীন ও দুনিয়ার জীবন যাতে কল্যাণময় হয় সেজন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে। ফয়জুর রহমান, বকশীগঞ্জ

আমাদের জামাতের বর্তমান কায়েদ মোঃ আযহারুল ইসলাম গত এস, এস, সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। তার জন্য বাংলাদেশের সকল আহমদী ভাই বোনদের কাছে দোয়ার আবেদন রইল। সে যেন তার ভবিষ্যৎ জীবনে আরো কৃতিত্ব অর্জন করতে পারে। মোঃ মজনুর রহমান, পুরুলিয়া

শোক সংবাদ

গত ২৬-৯২ইং রোজ বুধবার দিবাগত রাত ১-১৫ মিনিটে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিষ্ণুপুর-এর প্রবীন আহমদী মরহুম মোঃ মিরাজ ভূইয়ার স্ত্রী জনাবা জামিলা খাতুন বার্ধক্যজনিত পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে প্রায় পাঁচ মাস শয্যাশায়ী অবস্থায় থেকে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না-.....রাজেউন) মৃত্যু কালে তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৯০ বৎসর। মরহুমার রূহের মাগফিরাতের জন্য সকল আহমদী ভাই বোনদের খেদমতে দোয়ার আবেদন করছি। মোঃ শাহজাহান ভূইয়া

প্রেসিডেন্ট, আঃ মুঃ জাঃ বিষ্ণুপুর

সম্পাদকীয় ঃ

খাতামুন্নাবীঈন (সাঃ)

আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা মুহাম্মদ ওয়া 'আলা আলে মুহাম্মদ

সারওয়ারে কায়েনাত ফখরে মাওজুদাত রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) তখন থেকেই খাতামুন্নাবীঈন যখন দুনিয়াতে একজন নবীও আবির্ভূত হন নি। (আল-হাদীস) জামা'তে আহমদীয়া আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁকে খাতামুন্নাবীঈন বলে ঈমান রাখে আর তাঁর শান, মাকাম ও মর্যাদা সুউচ্চ করণার্থে নিজেদের জীবনের শেষ রক্তবিন্দু কুরবানী করার জন্যে সদা প্রস্তুত। গত দীর্ঘ একশ' বছর ধরে জামা'তে আহমদীয়া তা প্রমাণ করে চলেছে এ কথা বোধ করি ঘোর বিরোধীও স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কোন কোন মহল থেকে নিছক অজ্ঞতার কারণেই হোক আর যে কোন কারণেই হোক এ কথা বলা হচ্ছে যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর দাবীকারক নাকি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর খতমে নবুওয়তে ভাগ বসিয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক)। সুতরাং খাতামুন্নাবীঈন সম্বন্ধে আহমদীয়া জামা'তের ধর্মীয় বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি কি তা আর একবার স্পষ্ট করে বলার সময় এসেছে।

একটা বিষয়ে আহমদী ও অ-আহমদীগণ একমত পোষণ করেন যে, প্রতিশ্রুত মুহাম্মদী মসীহ্‌র মাকাম নবুওয়তের মাকাম হবে। কেননা ইহা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে অ-আহমদীগণ বলেন যে, আখেরী যমানায় উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে পথ প্রদর্শনের জন্যে যে প্রতিশ্রুত মসীহ আখেরী যমানায় আবির্ভূত হবেন তিনি হবেন বনী ইসরাঈলের নবী হযরত ঈসা (আঃ)। আহমদীগণ মনে করেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ যিনি আখেরী যমানায় আবির্ভূত হবেন তিনি হবেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত থেকে। সূরা নেসার ৭০ আয়াত অনুযায়ী তিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পূর্ণ অনুকরণ ও অনুসরণের ফলে 'উম্মতি নবীর' খেতাবে ভূষিত হবেন যেভাবে তাঁর (সাঃ) উম্মতের মধ্যে অসংখ্য সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ বান্দাগণের আবির্ভাব অনস্বীকার্য। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) সহ বহু বুযুর্গানে উম্মত এ ধারণা পোষণ করতেন। বনী ইসরাঈলী নবী হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর কাজ সম্পন্ন করে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেছেন—কুরআন এবং হাদীসে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং তাঁর পুনরায় আগমন করার প্রশ্নই আসে না। অথচ হাদীসে একজন ঈসা ইবনে মরীয়ম (আঃ)-এর আবির্ভাবের কথা সর্বজনস্বীকৃত।

হুযুর (সাঃ) যেহেতু পূর্ণ শরীয়তের বাহক আর কামেল নবী তাই তারপর স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও শরীয়তধারী নবী আসা আয়াতে 'খাতামান্নাবীঈন' ও হাদীস 'লা নবীয়া বা'দী'-এর খেলাফ—এ কথা আহমদীগণ অকপটে স্বীকার করেন এবং আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন। সাথে সাথে তারা এ বিশ্বাসও করেন যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে আখেরী যমানায় পথ দেখাবার জন্যে বনী ইসরাঈলী নবীর আবির্ভাব হওয়া খাতামুন্নাবীঈন (সাঃ) এর শান, মাকাম ও মর্যাদার জন্যে অপমানকর। বরং তারা এ বিশ্বাস পোষণ করেন যে, হুযুর (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান হয়ে তাঁরই একজন 'উম্মতি' মসীহ ও মাহদী হিসাবে আবির্ভূত হবেন আর তাঁর আধ্যাত্মিক মর্যাদা হবে 'উম্মতি নবী'। তিনি এসে তাঁর প্রভু (সাঃ)-এর আনীত পূর্ণ শরীয়ত কুরআনে মজীদের পূর্ণ প্রচার সম্পন্ন করবেন এবং ইসলামের বিশ্ব বিজয়কে পরিপূর্ণ রূপ দান করবেন। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পর শরীয়তধারী নবী, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নবী বা শুধু নবী খেতাব কেউ পেতে পারেন না এ কথা আহমদীগণ সর্বদাই স্বীকার করে আসছেন, এবং এ ধরণের আকিদা পোষণকারী কুফরী করেন। আল্লাহ-তা'লা আমাদেরকে এথেকে রক্ষা করুন। আল্লাহুম্মা সাল্লে'আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদীন ও বারিকা ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

31st August, 1992

আহ্‌মদী

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত্ এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"

অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
নির্বাহী সম্পাদক ঃ আলহাজ এ, টি, চৌধুরী

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the p oprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan
Executive Editor : Alhaj A. T. Chowdhury